POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিসকীনদের সহিত।'

(আল-বাকারা: ৮৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 9

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 1 লা মার্চ, 2018 12 জামাদিস সানি 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে।
বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে।
বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ।
ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয়পুত্র।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ۔ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَاءِ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারে তিনি 'মুসলেহ মওউদ' সম্পর্কে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে বলেন-

"পরম করুণাময়, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান- যাঁর মর্যাদা মহা-গৌরবময় এবং অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বললেন:

'আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছা করি, করে থাকি এবং তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূল পাক মুহাম্মদ (সা.)কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিস্কার হয়।

সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমোআয়েল এবং সুংসবাদ দাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহ্‌র নুর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমণের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জিবনী শক্তি এবং 'পবিত্র-আত্মার' প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিন কে চার করবে। (এর অর্থ বুঝিনি) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয়পুত্র। الْحَقِّ وَالْعُلَاءِ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ۔ مَظْهَرُ অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল, উচ্চ যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমণ অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০০)

ইমামের বাণী

তোমাদের উচিত, তোমরাও সহানুভূতি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা রূহুল কুদুস থেকে অংশ লাভ কর, কারণ রূহুল কুদুস ছাড়া প্রকৃত তাক্ওয়া লাভ হতে পারে না।

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৮)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

হুযুর আনোয়ার এমন এক ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্ তা'লা যাঁর চেহারা জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন।
ইসলাম যে ঐক্য ও সংহতির শিক্ষা দান করে, তা কেবল জামাত আহমদীয়ার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

আমি গর্বিত যে জামাত আহমদীয়ার অংশ, এবং এই জামাত সমগ্র বিশ্বের সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দান করে এবং বিভিন্নভাবে মানবতার সাহায্য করে।

(মেক্সিকোর আরেক নওমোবাঈন মহিলা রোসালিনা লারা ফ্লোটা সাহেবা)

যেদিন থেকে আমি লন্ডনে এসেছি, ভালবাসা ও স্নেহ আমাকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন আমি নিজের মাতাপিতা এবং পরিবারের সঙ্গে আছি।

যে মূহুর্তে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশাল চিত্র দেখি তখনই আমার বিশ্বাস জন্মে যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর চেহারা খোদা তা'লার জ্যোতিঃতে জ্যোতির্মণ্ডিত হয়েছে আর তিনি হলেন আলোর এক স্তম্ভ। জলসা সালনায় অংশ গ্রহণ করে আমি একথা উপলব্ধি করেছি যে, সারাটি জীবন আল্লাহ্ তা'লার সন্ধানে অতিবাহিত করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে কেবল এখানেই এসেই পেয়েছি। পৃথিবীতে এখন এমন এক আশার উন্মেষ ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন একটি দল গঠিত হয়েছে যা অনন্য আর এই জামাত তার প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে যাবতীয় বিপদাবলী থেকে মুক্ত করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

(তুর্কমেনিস্তানের এক অতিথি, আব্দুর রশীদ সাহেব)

আমরা যদি জলসার আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিই তবে সমস্ত বিভাগ অত্যন্ত সুচারুরূপে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছিল, যার কারণে কোন প্রকার সমস্যা বা বাধা চোখে পড়েনি। এই সমস্ত কাজ এমন একটি উচ্চমানের ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল, পৃথিবীতে যার নজির নেই। আমি এখানে এসে সেই ইসলামকে পেয়েছি যা বর্তমান যুগের সমস্ত সমস্যা এবং প্রবণতার উত্তর দেয়, সেই ইসলাম নয় যা প্রাচীন যুগের কেচ্ছা-কাহিনী নির্ভর। আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্যও আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমার হৃদয় কাঁপছিল আর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। জলসার প্রতিটি মূহুর্ত, প্রতিটি সন্ধিক্ষণ, প্রতিটি ঘটনা আমার জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন ছিল।

(দামির সাফিউ লীন সাহেব, কাযাকিস্তানের খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর)

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

২রা আগস্ট, ২০১৭-

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

বিভিন্ন দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন

*মেক্সিকো থেকে আগত Flor Del Rosario সে দেশের জাতীয় সংবাদ-পত্রিকা Excelsior -এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন যে, মেক্সিকোর উত্তর সীমান্তে যুক্তরাষ্ট অবস্থিত। এটি মেক্সিকোর অর্থনীতির জন্য ভাল; কিন্তু এরই সাথে কয়েকটি নেতিবাচক বিষয়ও জুড়ে আছে। দুদেশের মানুষের আদান-প্রদানের সময় নেশাদ্রব্য এবং অস্ত্র পাচারও হয়। বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ক্ষমতায় এসেছে। আপনি এবিষয়টিকে কিভাবে দেখেন? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেক্সিকো সমগ্র সীমানায় প্রাচীর তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। যেরূপ আপনি বলেছেন যে, ব্যবসা-বানিজ্যও হয় আর এর পাশপাশি চোরাকারোবারও হচ্ছে। আমার মতে সমগ্র সীমানায় প্রাচীর তুলে দেওয়ার পরিবর্তে যথাযথ নজরদারি করা উচিত যাতে সমস্ত কাজ আইনানুগ পদ্ধতিতে হয় আর ব্যবসা-বানিজ্যও বৈধ পদ্ধতি হওয়াই কাম্য। এভাবে উভয় দেশ পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

* গায়ানার থেকে আগত এক মহিলা সাংবাদিক শাহনায খান সাহেবা যিনি এম.টি.ভি চ্যানলে কাজ করেন, তিনি বলেন: আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যে, মুসলিম জাতির ঐক্যের বিষয়টির সুরাহা কিভাবে হতে পারে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এর সমাধান আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে পেয়ে গেছি। মহানবী (সা.)ও এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে, শেষ যুগে মুসলমান বিভিন্ন দলে -উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক দলের নিজস্ব পথ হবে। এরা নিজেদের মত করে কুরআন করীমের ব্যাখ্যা করবে। এমন সময় একজন সংস্কারকের আগমণ ঘটবে, যিনি হবে মসীহ ও মাহদী মওউদ। মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন সেই ব্যক্তি আসবে তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে। এর অর্থ হল মুসলমান জাতির পারস্পরিক শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভালবাসার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিও। আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি এসে গেছে যিনি হলেন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)। হুযুর আনোয়ার বলেন: কেউ নিজেকে মসীহ ও মাহদী বলে দাবী করেছে আর আমরা তাকে মেনে নিয়েছি, এমনটি নয়। আগমণকারীর সঙ্গে ঐশী নিদর্শনাবলীও ছিল, যেগুলি সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। এই সমস্ত ঐশী নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ। অর্থাৎ একটি বিশেষ মাসে বিশেষ তারিখে গ্রহণ সংঘটিত হবে। রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের তারিখ গুলির মধ্যে প্রথম তারিখে এবং সেই একই মাসে সূর্য গ্রহণের তারিখগুলির মধ্যে দ্বিতীয় তারিখে গ্রহণ লাগবে। এই নিদর্শন দুটি একবার পূর্ব গোলার্ধে এবং আরেকবার পশ্চিম গোলার্ধে পূর্ণ হয়। এটি হল একটি নিদর্শনের কথা, আরও অসংখ্য নিদর্শনাবলী ছিল। এছাড়াও তিনি নিজেও এই দাবী করেছেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি আর খোদা তা'লা এখন আমার সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। অতএব মুসলিম জাতি আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হোক। হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা একটি প্রচারক জামাত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর তিরোধানের পরও আমরা নিরন্তরভাবে এই বাণীকে পৌঁছে দিচ্ছি। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এটি হল সেই সমাধান যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। যদি এটি মেনে চলেন তবে সফল হবেন আর যদি এমনটি না করেন তবে মুসলমানদের মধ্যে যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দেখছেন তা থেকেই যাবে।

* গ্যাম্বিয়া রেডিও ও টেলিভিশন সার্ভিসের প্রতিনিধি ইব্রাহিম জাট্টা সাহেব বলেন: জলসার এই তিন দিনে আমরা ইসলামী ঐক্যের এক অনন্য সাধারণ নমুনা এখানে দেখেছি। খলীফাতুল মসীহ্র কাছে আমার প্রশ্ন হল, যারা বয়আত করে, তাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কোনটি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: খিলাফতের বয়আত করা হল এই যুগের সংস্কারকের হাতে বয়আত করার নামান্তর, আল্লাহ্ তা'লা যাকে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পাঠিয়েছেন। যেরূপ আমি এখনই বললাম। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা বলেন: আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। একটি হল, মানবজাতি যেন তার স্রষ্টাকে সনাক্ত করে, তাকে ভালবাসে এবং তাঁর অধিকার প্রদান করে। আর দ্বিতীয়টি হল মানুষ যেন পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে ব্যুতপত্তি অর্জন করে এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির

এরপর আটের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আহমদীদের প্রতি খোদার অনেক বড় কৃপা যে, আমাদের ছোট বড় বেশিরভাগ এ কথা বোঝে যে, যদি আকুল হয়ে কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে মানুষ ঝুঁকে এবং তাঁর কাছে দোয়া করা হয়, তাহলে খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন। আর অনেক সময় দোয়া গৃহীত হওয়ার বা কবুল হওয়ার এমন ঘটনাবলী ঘটে থাকে যা অ-আহমদীদেরও আশ্চর্যান্বিত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আহমদীদের দোয়া গৃহীত হওয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে আলোচনা

পাকিস্তানের মোল্লাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার কোন ভয় নেই। তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশকে আল্লাহ্‌রই নাম নিয়ে অমান্য করে। আর এরাই জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতির প্রতি করুণা করুন আর এসব অত্যাচারীদের হাত থেকে জাতিকে অচিরেই নিষ্কৃতি দিন।

চৌধুরী নেয়ামোতুল্লাহ সাহি সাহেবের(প্রাক্তন, নাযিম জায়েদাদ, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়া) এবং শ্রদ্ধেয় যাফরুল্লাহ্ খান বুট্টার সাহেবের (কারতাউ, শেখাপুরা, পাকিস্তান) মৃত্যু, মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীল উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৬শে জানুয়ারী, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৬ সুলাহ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার দোয়ার দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"এক শিশু যখন ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে দুধের জন্য চিৎকার ও আর্তনাদ করে তখন মায়ের বুকে সবেগে দুধ নেমে আসে। শিশু দোয়ার নামও জানে না কিন্তু প্রশ্ন হলো তার চিৎকার দুধকে কীভাবে টেনে আনে। প্রায়শঃ দেখা গেছে যে, মায়েরা স্তনে দুধের উপস্থিতি অনুভবও করেন না কিন্তু শিশুর চিৎকার দুধকে টেনে আনে। তিনি বলেন, অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, খোদার দরবারে যখন আমাদের চিৎকার নিবেদিত হবে, তা কী কিছুই টেনে আনতে পারে না? আসে আর সব কিছুই আসে, কিন্তু যাদের দৃষ্টি অন্ধ, যারা জ্ঞানী এবং দার্শনিক সেজে বসে আছে তারা দেখতে পায় না। তিনি বলেন, মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ককে দৃষ্টিপটে রেখে মানুষ যদি দোয়ার দর্শন নিয়ে প্রণিধান করে তাহলে বিষয়টি খুবই সহজবোধ্য মনে হয়।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৯) আহমদীদের প্রতি খোদার অনেক বড় কৃপা যে, আমাদের ছোট বড় বেশিরভাগ এ কথা বোঝে যে, যদি আকুল হয়ে কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে মানুষ ঝুঁকে এবং তাঁর কাছে দোয়া করা হয়, তাহলে খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন। আর অনেক সময় দোয়া গৃহীত হওয়ার বা কবুল হওয়ার এমন ঘটনাবলী ঘটে থাকে যা অ-আহমদীদেরও আশ্চর্যান্বিত করে। আমাকে এমন অনেক মানুষ লিখেও যে, কোন কোন সময় চতুর্দিক থেকে নৈরাশ্য দেখা যায়, আর এমন নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হই, তখন খোদা তা'লা কৃপা করেছেন যা আমাদের ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার কারণ হয়েছে। এমন কতক ঘটনা বিভিন্ন রিপোর্টে এসে থাকে, যা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

কাদিয়ানের নাযের সাহেব দাওয়াত ইলাল্লাহ্ লিখেন যে, হুশিয়ারপুর জেলার আমীর সাহেব বলেন, কয়েক বছর পূর্বে অনাবৃষ্টির কারণে তাদের গ্রাম খেড়া আছরওয়ালের গ্রামবাসীরা খুবই চিন্তিত ছিল। এমনকি কুঁয়োর পানিও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছিল। এখানকার হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি সেখানকার মুয়াল্লিমকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে। পূর্ব পাঞ্জাবে মৌলভীকে বা মুয়াল্লিমকে মিয়াজী বলা হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আহমদী মুয়াল্লিমকে যদি দোয়ার জন্য বলা হয় তাহলে অবশ্যই বৃষ্টি হবে। যাহোক আমাদের মুয়াল্লিম প্রথমে তাদেরকে ইসলামী দোয়ার রীতি শেখান এবং খোদা তা'লার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বলেন, এরপর দোয়া করান। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'তের এই মুয়াল্লিমের দোয়া গ্রহণ করেন এবং নিজ অনুগ্রহে দু'তিন ঘন্টার ভেতর মুষলধারে বর্ষণ করেন, আর নিজের দোয়া শ্রবণকারী হওয়ার প্রমাণ দেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পুরো গ্রামে এই ঘটনার ভালো প্রভাব পড়ে আর গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যভাবে এ কথা বলে যে, আহমদীদের দোয়ার ফলশ্রুতিতে বৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপভাবে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের আমীর সাহেব লিখেন যে, তওয়ালু -র সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে, তওয়ালু-র মুবাল্লিগ সাহেব বলেন যে, এটি ফিজির কাছে ছোট একটি দ্বীপ। দীর্ঘকাল এখানে বৃষ্টি হয় নি। আর পানির জন্য তাদেরকে বৃষ্টির ওপরই নির্ভর করতে হয়। অতএব সফরে যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকেও দোয়ার জন্য চিঠি লিখেছেন যে, দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আমরা যখন তওয়ালু পৌঁছাই, তখন সেখানকার স্থানীয় মানুষ অনেক বেশি দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে যে, এখন আমাদের পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি সেদিন রাতে এশার নামাযে এই ঘোষণা করি যে, নামাযের শেষ সিজদায় আমরা বৃষ্টির জন্য দোয়া করব। তিনি সেখানে সন্ধ্যায় পৌঁছান। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া গ্রহণ করেন আর রাতের বেলা খোদা তা'লার রহমতবারি বর্ষিত হয় এবং এরপরও তিন-চার বার বৃষ্টি হয়। অথচ আবহাওয়া বিভাগের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিল। তিনি বলেন, এরপর আমরা যেখানেই গিয়েছি মানুষ এই কথা ব্যক্ত করে যে, আপনাদের আগমনে এখানে বৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ক্যাথলিক গির্জার বিশপ এবং ফোনো ফোতি গোত্রের এক বড় চীফও এই কথা ব্যক্ত করেন যে, এটি শুধু খোদা তা'লারই কৃপা আর জামা'ত এবং খলীফায়ে ওয়াক্তেরই দোয়ার ফল যে, এভাবে এমন ব্যতক্রমী পরিস্থিতিতে এখানে বৃষ্টি হয়েছে। আর এই বৃষ্টি শুধু আহমদীদের জন্যই ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় নি, এটি অ-আহমদীদের জন্যও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সত্যতার একটি নিদর্শন প্রমাণিত হয়।

কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হওয়া ঐশী সমর্থন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন হয়। আবার কোন কোন জায়গায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়া দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। আর অ-মুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক; এ কথা তারা অবশ্যই স্বীকার করে যে, ইসলামের খোদা দোয়া শ্রবণকারী খোদা।

আফ্রিকার একটি দেশ হলো গিনিবাসাও। সেখানকার মুয়াল্লিম আবদুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমরা একটি গ্রাম সিনচাঙ্গ কামায় তবলীগের জন্য যাই এবং মানুষকে একত্রিত করে জামা'তে আহমদীয়ার বার্তা পৌঁছাই। তাদের যখন তবলীগ করা হচ্ছিল তখনই মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর বৃষ্টির শব্দের কারণে শ্রোতাদের কাছে আমার আওয়াজ পৌঁছাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, মানুষ এখনই উঠে চলে যাবে। মানুষ অস্থির হচ্ছিল এবং চলে যেতে উদ্যত হচ্ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! বৃষ্টিও তোমার আর যে বাণী বা বার্তা আমি নিয়ে এসেছি সেটিও তোমার। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এরা তোমার এই বাণী শুনছে না এবং তারা এখনই চলে যাওয়ার উপক্রম করছে। তিনি বলেন, আমি এই দোয়া করতে না করতেই আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টি থামিয়ে দেন। আর সেখানে উপস্থিত প্রায় একশত পঞ্চাশ

জনকে তবলীগ করা হয়। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ তবলীগের পর উপস্থিত সকলেই বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এখানে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করার পর বৃষ্টি বন্ধ হওয়া একদিকে যেমন আমাদের মুয়াল্লিমের ঈমানকে দৃঢ় করেছে তেমনি অপরদিকে তাদের সামনেও দোয়া গ্রহণকারী খোদাকে উপস্থাপন করেছে। মানুষ প্রশ্ন করে যে, খোদাকে কীভাবে দেখা যায়। খোদা তা'লা এভাবেই নিজের পবিত্র শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সামনে আসেন বা দেখা দেন। যারা বৃষ্টির কারণে উঠে চলে যেতে চাইছিল, এই ঐশী কৃপা দেখে তারা শুধু বসেই থাকে নি বরং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছে।

অনুরূপভাবে বান্দোন্দোর মুবাল্লিগ হাফেয মুযাম্মিল সাহেব বলেন, আমি স্থানীয় মুয়াল্লিম এবং দুই জন খুদ্দামকে নিয়ে এক গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। সামনে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কেননা রাস্তা ছিল কাঁচা এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল। অতএব আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিই এবং সেখানে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! তোমার মসীহ্‌র বাণী পৌঁছাতে যাচ্ছি। তুমি কৃপা কর, যেন পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। সেখানে পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং মানুষ সমবেত ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন আর হঠাৎ বৃষ্টি থেমে যায়। যেহেতু মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকবে, তাই আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন আর পরিকল্পনা অনুসারে যথাসময়ে আমরা গ্রামে পৌঁছি এবং তবলীগি ও তরবীয়তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

এরপর দোয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সুইজারল্যান্ডের মুবাল্লিগ ওয়াহাব তৈয়্যব সাহেব বলেন, জামা'ত যিখবিল অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করে। সেখানে শান্তির প্রতীক হিসেবে একটি চারাগাছ রোপনের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠান রাখা হয়, যাতে অ-আহমদী অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেদিন চারা রোপণের পরিকল্পনা ছিল, সেদিন আবহাওয়া বিভাগের পক্ষ থেকে প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সমস্ত কার্যক্রম যেহেতু আউটডোরে বা ঘরের বাইরে রাখা হয়েছিল তাই তারা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে তারা আমাকেও লিখেছে আর তাদের বেশ কিছু পত্র আসে। তিনি বলেন, অতএব অনুষ্ঠানের দিন যখন সেখানে যাই, প্রথমে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর বাহ্যতঃ বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না; কিন্তু দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন আর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে বৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে থেমে যায় এবং সূর্য দেখা দেয়। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের সময় স্থানীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি আশ্চর্য হয়ে একথাই বলেন যে, আপনারা কী নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য আবহাওয়াকেও অর্ডার দিয়ে রেখেছেন? তখন আমরা তাকে বলি যে, আমরা দোয়াও করেছি আর আমাদের খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখেছি। আমরা পুরোপুরি আশাবাদী ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। আর এভাবে এই অনুষ্ঠান সফল হয় এবং এর সংবাদ সেখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে আর এর মাধ্যমে বহু মানুষ জামা'ত সম্পর্কে অবহিত হয়। নিঃসন্দেহে আমরা আবহাওয়াকে কোন নির্দেশ দিই না আর দেওয়া সম্ভবও নয়; কিন্তু সেই খোদার দরবারে অবশ্যই আমরা বিনত হই, আবহাওয়া যার নির্দেশের অধীনস্ত আর তিনি স্বীয় পবিত্র শক্তি এবং কুদরতের স্বাক্ষর রাখেন।

এখন আবহাওয়া প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে দোয়া গৃহীত হওয়ার আরো কতক ঘটনা আছে, সেগুলো উপস্থাপন করছি। আমাদের খোদা শুধু আবহাওয়ার খোদা নন বরং তিনি সর্বশক্তিমান এবং সকল প্রকার দোয়া শ্রবণকারী বা গ্রহণকারী খোদা। তাঁর অগণিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর তিনি নিজ গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ বা বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

বেনিন থেকে জামা'তের মুয়াল্লিম মতিন সাহেব বলেন, কয়েক দিন পূর্বে এক নতুন বয়আতকারী বন্ধু এসে বলেন যে, মুরব্বী সাহেব! আমাদের বাসায় আসুন। আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। তিনি বলেন যে, তখন আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে তার ঘরে চলে যাই। তার স্ত্রীর সন্তান প্রসব সংক্রান্ত বিষয় ছিল এবং একজন মহিলার প্রয়োজন ছিল। প্রসবের সময় সন্নিকটে ছিল; কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আর প্রবল জ্বরের কারণে জরায়ু সঙ্কুচিত হয়ে যায়, যার ফলে বাচ্চা প্রসব হচ্ছিল না। সেই ব্যক্তি বলে যে, দু'বার এর আগেও এমনই হয়েছে, যখন হয় সন্তানের প্রাণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল অথবা মায়ের। তাই দুই বারই মাকে রক্ষা করার চেষ্টায় সন্তান হারাতে হয়েছে। আর এখন তৃতীয় বার এমন হচ্ছে। জামা'তের মুয়াল্লিম বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আমরা ঔষধের পাশাপাশি দোয়াও করে থাকি। আর আমাদের ইমামকেও দোয়ার জন্য লিখে থাকি। কিন্তু এখন এখানে এতটা সময় নেই। অতএব দোয়ার বাহ্যিক যে রীতি রয়েছে তা-ই অবলম্বন করব। আর লেখার সময় যেহেতু নেই তাই চলুন আমরা নিজেরাই দোয়া করি। তিনি বলেন, অতএব আমি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র নাম সমূহের দোহাই দিয়ে এবং রসূলে করীম (সা.) এর দোহাই দিয়ে দোয়া আরম্ভ করি। আর দোয়া শেষে সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে ফু দিই এবং সেই মহিলাকে পান করাই। তিনি বলেন, এভাবে আমি দু'তিন বার করি আর পানিতে ফু দিয়ে মহিলাকে পান করানোর জন্য পাঠাই। তৃতীয় বার স্বামী হাসিমুখে ফিরে আসেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার স্ত্রীকেও রক্ষা করেছেন আর পুত্র সন্তানও দিয়েছেন। আর এই নতুন বয়আতকারীর ঈমান আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খোদার পবিত্র সত্তায় আরও দৃঢ় হয় এবং দোয়ার বিষয়ে তার ঈমান আরও দৃঢ়তা লাভ করে। তখন থেকে তিনি নিজেও রীতিমত মনোযোগ সহকারে বিনয় ও নম্রতার সাথে আর আকুতি মিনতি করে দোয়া করা আরম্ভ করেন।

অনুরূপভাবে একজন অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে কেনিয়ার আমীর সাহেব লিখেন যে, সেখানকার একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব খুবই অসুস্থ ছিলেন। তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, আমাকে দু'টো হাসপাতাল থেকে নৈরাশ্যকর সংবাদ শুনানো হয়েছে। আমার অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। যে কোন সময় আপনি খারাপ সংবাদ শুনতে পারেন। তার চামড়ার রংও সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছিল। শরীর সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা এবং প্রাণহীন মনে হচ্ছিল। তাকে আমরা আশ্বস্ত করি যে, আপনি মনোবল হারাবেন না, নিজে দোয়া করতে থাকুন। আর এরপর তিনি আমাকেও লিখেছেন এখানে। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, এক সপ্তাহ পর আমি যখন পুনরায় এই জামা'তে জুমুআর নামায পড়াতে যাই, তখন দেখি তার অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো। আর কিছুদিন পর এখান থেকে আমার উত্তরও তার কাছে পৌঁছায় যে, ইনশাআল্লাহ্ পূর্ণ আরোগ্য দান করবেন। তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। আর কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করেন এবং এখন নিজের কাজকর্ম করছেন। অতএব দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একটি নতুন জীবন লাভ করেছেন আর এটি তার ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

এরপর ভারতের কর্ণাটক থেকে সেখানকার জেলা আমীর লিখেন যে, সেখানকার এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট লিখেছেন যে, তার ব্রেইন টিউমার হয় এবং তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ডাক্তাররা বলে যে, তার চিকিৎসা সম্ভব নয়, অপারেশনের সময় তিনি মারাও যেতে পারেন। তিনি তাৎক্ষনিকভাবে আমাকেও এখানে দোয়ার জন্য লিখেছেন আর আমার উত্তরও তিনি পেয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করুন। তিনি বলেন, এক মাস পর ডাক্তাররা পুনরায় তাকে পরীক্ষা করে এবং আশ্চর্য হয়ে যায় যে, ব্রেইন টিউমারের নাম চিহ্নও নেই। এটি শুধু মাত্র খোদার কৃপা ছিল আর দোয়ার ফলশ্রুতিতেই হোসেন সাহেব পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেন।

এরপর একজন রোগী সম্পর্কে বেলজিয়ামের মুবাল্লিগ হাফেয এহসান সিকান্দার সাহেব লিখেন যে, এক আহমদী বন্ধু দাউদ সাহেব অসুস্থ ছিলেন। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস কাজ করা ছেড়ে দেয়। হাসপাতালেই তিনি হৃদরোগেও আক্রান্ত হন। তাকে ভেন্টিলেটরে রেখে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারেরা নৈরাশ্যকর সংবাদ শোনায়। এমনকি তার পরিবার জামা'তের কাছে এই অনুরোধও করে যে, জানাযা ও সেই সংক্রান্ত কাজের প্রস্তুতিতে যেন সাহায্য করা হয়। হাফেয সাহেব বলেন যে, তিনি আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেছেন আর নিজেও দোয়া করেন এবং জামাত'কেও দোয়ার জন্য বলেন। পরের দিন জামাতী প্রতিনিধি দলের সদস্যবর্গ- সদর আনসারুল্লাহ্, সেক্রেটারী তবলীগ এবং তিনি নিজে তাকে দেখতে গেলে ডাক্তার বলেন যে, এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা পূর্বে যে ঔষধ তাকে দিচ্ছিলাম এবং তার শরীর তা গ্রহণ করছিল না, সেই একই ঔষধ এখন কাজ করছে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার স্বাস্থ্য এখন পূর্বের চেয়ে ভালোর দিকে। আমরা ডাক্তারকে বললাম যে, এই নিদর্শন দোয়ার ফলশ্রুতিতে প্রকাশ পেয়েছে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে নতুন জীবন দান করেছেন।

দোয়া গৃহীত হওয়া বা কবুল হওয়ার আরো বিবিধ ঘটনা রয়েছে যা মানুষের জন্য জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক, জামা'তের সত্যতা এবং খোদার সত্তায় ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়।

মুস্তফা সাহেব সৌদি আরবে থাকেন। তিনি বলেন, আমি আপনার কাছে দোয়ার অনুরোধ করেছিলাম যে, দোয়া করুন অমুক শহরে যেন আমার

বদলি হয় আর এভাবে আমি পরিবারের সাথে থাকতে পারব। বাহ্যতঃ এটি হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে এমন এক নিদর্শন ঘটেছে যে, এর ফলে বদলির এক ধারা সূচিত হয় আর আমি ৩৩ নম্বর থেকে ১ নম্বরে পৌঁছে গেছি। অর্থাৎ এখন যখনই কোন বদলি হবে আমাকে সুযোগ দেওয়া হবে। এভাবে পরিবারের সাথে থাকা আমার জন্য সম্ভব হবে আর এটি আমার জন্য কোন নিদর্শনের থেকে কম নয়। সবাই নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। বাহ্যত কোন কোন ঘটনা খুবই সামান্য মনে হয় কিন্তু যার সাথে সেই ঘটনা ঘটে সেই বোঝে যে,আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবং দোয়ার ফলশ্রুতিতে কেমন অসম্ভব বিষয় ঘটে গেছে।

তানজানিয়ার মোরোগোরো অঞ্চলের মুয়াল্লিম লতিফ সাহেব একটি ঘটনা লিখেন। তিনি বলেন, আমাদের একটি জামা'তের মসজিদের সোলার সিস্টেমের ব্যাটারি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। পরের দিন যখন জামা'তের সদস্যরা এ সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করার চেয়ে আমরা যদি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, সেটিই ভালো হবে। সেখানেও কিছুই হবে না, পুলিশ নোট করবে আর বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। তাই ভালো হবে আমরা যেন দোয়া করি, আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হই এবং তাঁর কাছে চাই। আর আমরা দোয়া করব, যে-ই এই ব্যাটারি চুরি করেছে তাকে যেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেন আর আমাদের ব্যাটারি যেন সে আমাদের ফেরত দেয়। তিনি বলেন, চুরির কথা শুনে কতক গায়ের আহমদীও সমবেত হয়েছিল। অতএব এই সংবাদ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে যে, আহমদীরা দোয়া করেছে, যে-ই ব্যাটারি চুরি করেছে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে ধৃত করেন এবং শাস্তি দেন। গায়ের আহমদী বন্ধুরা এ কথা বলাও আরম্ভ করে যে, আহমদীদের দোয়া অনেক গৃহীত হয়। এখন চোর অবশ্যই ধরা পড়বে, যেহেতু এখন পালানোর আর কোন রাস্তা নেই। অতএব একদিন অতিবাহিত না হতেই যে চুরি করেছিল, সে প্রত্যুষে চুপিসারে ব্যাটারি জামা'তের প্রেসিডেন্টের ঘরের সামনে রেখে চলে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের দোয়া গ্রহণ করেন আর গয়েরআহমদী বন্ধুদের ঈমানও দোয়ার ক্ষেত্রে আরো দৃঢ় হয় যে, এরা সত্যিই পুণ্যবান ও সত্য মানুষ।

যাহোক এর ফলে এটিই বোঝা গেছে যে, সেখানকার চোরদের মাঝেও খোদাভীতি রয়েছে, আর খোদার নামে তারা ভয় পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের মোল্লাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার কোন ভয় নেই। তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশকে আল্লাহ্‌রই নাম নিয়ে অমান্য করে। আর এরাই জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতির প্রতি করুণা করুন আর এসব অত্যাচারীদের হাত থেকে জাতিকে অচিরেই নিষ্কৃতি দিন।

গিনি কোনাকরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, একজন নিষ্ঠাবান নতুন বয়আতকারী যুবক সোলেমান সাহেব এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, তিনি জীবন উৎসর্গ করে জামা'তের সেবা করতে চান। তাই আমরা তাকে সিয়েরালিওনের জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিই। তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন এবং প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমরা তার পিতামাতা যারা আহমদী ছিলেন না, তাদেরকে মিশন হাউসে ডাকি সম্মতি আদায়ের জন্য। তারা বাহ্যত আনন্দিত হন আর জানিয়ে যান যে, সমস্ত তথ্য নিয়ে দু'দিন পর তারা ফিরে আসবে। ফিরে গিয়ে তারা তাদের মৌলভীর সাথে পরামর্শ করে। সেই মৌলভী তাদেরকে বিভ্রান্ত করে আর আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা দায়ের করায় যে, জামা'তে আহমদীয়া একটি অমুসলিম এবং উগ্রপন্থী জামা'ত। আর এই ছেলেকে তারা বিভ্রান্ত করছে এবং উগ্রপন্থী বানাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা এতে খুবই দুশ্চিন্তগ্রস্ত হই। তিনি আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেছেন। আমি তাকে উত্তর দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। চেষ্টা এবং দোয়া অব্যাহত রাখুন। তিনি বলেন, অতএব যখন পুলিশ তদন্ত করে আর জামা'তের পরিচিতি পুলিশের সামনে তুলে ধরা হয় এবং লিফলেট ইত্যাদি দেওয়া হয় তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পুলিশ কমিশনার শুধু মামলাই খারিজ করেন নি বরং বলেন যে, আমার তো এদের অর্থাৎ আহমদীদের উপস্থাপিত ইসলামই বেশি সঠিক ও শান্তি পূর্ণ মনে হয়। এছাড়া পুলিশ কমিশনার আরো বলেন, আমাকে আরো তথ্য সরবরাহ করুন, আমিও এই জামা'তভুক্ত হতে চাই।

এরপর মালি রিজিওনের মুবাল্লিগ মুসতানসার সাহেব আরেকটি ঘটনা লিখেন যে, এ বছর মালির জলসা সালানায় ব্যাপক হারে অংশ গ্রহণের জন্য মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। একটি জায়গা রয়েছে, সেখান থেকে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান অনেক দূরে অবস্থিত, প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব। সেখানকার মানুষ দরিদ্র। এই দূরত্ব অতিক্রমের জন্য তাদের প্রায় ১০ হাজার ফ্রাঙ্কেরও বেশি ভাড়া দিতে হয়। পুরো পরিবার সেখানে যাওয়ার মত অর্থ সংগ্রহ করা দরিদ্র মানুষের জন্য খুবই কঠিন। তাদের এক সদস্যের নাম হলো, ইয়াহিয়া সাহেব। তিনি নদীতে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেন। বড় কষ্ট করে সারা বছরে তিনি এক ব্যক্তির যাতায়াতের ভাড়া একত্রিত করেন। তিনি বলেন যে, গত বছর আমি গিয়েছিলাম। এ বছর যেহেতু এক ব্যক্তিরই ভাড়া একত্রিত হয়েছে তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার স্ত্রীকে জলসায় পাঠাবো। মুরব্বী সাহেব তাকে বলেন, আপনার নিয়্যত বা সংকল্প খুবই উত্তম। আপনি নিজেও জলসায় যোগদানের চেষ্টা করুন আর এর জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নদী থেকে এমন মাছ ধরার তৌফিক দেন যার মাধ্যমে আপনার নিজেরও ভাড়া হয়ে যাবে। অতএব যেদিন সকাল বেলা জলসার জন্য সেখান থেকে কাফেলা যাত্রা করার কথা ছিল তার আগের দিন রাত ৮টায় সেই ব্যক্তি মিশন হাউসে আসেন। তার হাতে অনেক বড় একটি মাছ ছিল যার ওজন ছিল প্রায় ১২ কেজি। তিনি বলেন, সকালে নদীতে জাল ফেলার জন্য যখন যাচ্ছিলাম তখন অনেক দোয়া করি যে, কাল কাফেলা যাত্রা করবে, আর আমার কাছে ভাড়া নেই। হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর যেন আমি জলসায় যোগদান করতে পারি। আমার সদিচ্ছ ছিল। তিনি বলেন, আসরের সময় যখন জাল তুলে আনি, তখন এই মাছটি উঠে আসে। আর তীরে আসার পর, এক ব্যক্তি আঠার হাজার ফ্রাঙ্ক সিফায় তা কিনে নেয়। আমি আপনাকে মাছটি দেখানোর জন্য সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি। এই মাছের মাধ্যমে আমার ভাড়াও হয়ে যায় আর এখন আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই জলসায় যোগদান করতে পারি। এছাড়া অতিরিক্ত পয়সাও হাতে আছে।

খোদা তা'লা কীভাবে দোয়া গ্রহণ করার মাধ্যমে আহমদীদের ঈমানে দৃঢ়তা এবং খিলাফতের ওপর বিশ্বাস দৃঢ় করেন, এ সম্পর্কে নিজের একটি ঘটনা লিখতে গিয়ে মালীর এক ব্যক্তি ইদ্রিস তারাওড়ে সাহেব বলেন, ২০০৮ সনে আমি যখন ঘানার সফর করি, তখন খিলাফত জুবলীর জলসায়ও যোগদান করেছিলাম। তখন এই আহমদী ভাইও জলসায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার মুরগির ব্যবসা ছিল আর আমি মুরগি রেখে ঘানা চলে যাই। আমার অবর্তমানে আমার সব মুরগি মরে যায়। যে ব্যক্তির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমি এই ব্যবসা করছিলাম সে যখন জানতে পারে যে, আমি আহমদী এবং আহমদীদের জলসায় যোগদান করেছি আর সব মুরগি মারা গেছে তখন সে বিরোধিতায় আরও অন্ধ হয়ে যায় এবং আমার ফিরে আসার পর সংবাদ পাঠায় যে, এক সপ্তাহের মাঝে আমার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ফেরত দাও। তিনি বলেন, আমি যারপরনাই চিন্তিত হই যে, আমার কাছে তো কোন টাকা নেই। এই বিরোধী আমাকে অনেক অপমানিত করবে। তিনি বলেন, সারা রাত আমি অনেক দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! আমার কোন ব্যবস্থা করে দাও। আমি তো খলীফার ভালোবাসায় জলসায় যোগদানের জন্য গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, একটি ট্রাক থেকে কিছু শস্যদানা পড়ে গেছে আর আমি সেগুলো একত্রিত করছি। একটি বিশেষ জায়গা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, সেখানে ট্রাক থেকে শস্যদানা পড়ে রয়েছে, যা আমি একত্র করছি। তিনি বলেন, সকাল বেলা যে জায়গা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, সেখানে যাই। সেখানে কোন ট্রাক ছিল না; কিন্তু কিছু শস্যদানা পড়েছিল যা আমি একত্র করছিলাম। হঠাৎ কালো রঙের একটি প্লাস্টিকের খাম সেখানে পাই। সেটি খুলে দেখি যে, এতে এক লক্ষ আশি হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ছিল। আমি সেই এলাকার লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, এখানে রাতে একটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল, যা এখন সেনেগালের দিকে চলে গেছে। আমি তাদেরকে বললাম যে, এখান থেকে আমি টাকা পেয়েছি, যদি কারো হয়ে থাকে তাহলে সে যেন এসে নিয়ে যায়, কিন্তু কেউ আসে নি। যাহোক ঋণদাতা আসে এবং অভদ্র আচরণ করে। সন্ধ্যায় পুনরায় ঋণ ফেরত চাইতে আসলে আমি তাকে বলি যে, ধৈর্য ধর। আমি তোমাকে ঋণ ফেরত দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি তার সেই টাকা তাকে ফেরত দিই। তিনি বলেন, এখন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। সেখানে এই টাকার মালিক হওয়ার দাবি কেউ করে নি এবং কেউ টাকা নিতে আসে নি।

অনুরূপভাবে জার্মানী থেকে জামা'তের মুবাল্লিগ হাফিজুল্লাহ্ ভারওয়ানা সাহেব বলেন, লেবাননের অধিবাসী একজন নতুন বয়আতকারী হলেন এহসান সাহেব। জার্মানীতে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে তিনি আমাকে তার শরণার্থী গ্রহণের সমস্যাবলীর কথা বলেন যে, পুলিশ তাকে বলেছে, যে কোন সময় তাকে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু খোদা তা'লা নিদর্শন দেখিয়েছেন আর তার ঈমান অসাধারণভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছে। যদিও পুলিশের ধারণা ছিল যে, কোন রাজনৈতিক আশ্রয় তিনি পাবেন না এবং তাকে ফিরে যেতে হবে, তথাপি তিন বছরের জন্য তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় পান। তিনি এখন খুবই আনন্দিত, আর সবাইকে বলে বেড়ান যে, দোয়ার ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ্ তা'লা এই নিদর্শন দেখিয়েছেন।

আহমদীদের দোয়া গৃহীত হওয়ার এমন দৃশ্যাবলী খোদা তা'লা অমুসলিমদেরও দেখিয়ে থাকেন, যা তাদেরকে এই কথা মানতে বাধ্য করে যে, ইসলামের খোদা দোয়া গ্রহণকারী খোদা। কানাডা থেকে মির্যা আফযাল সাহেব লিখেন যে, একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ভ্যানকুভারের পশ্চিমের একটি শহরে যাই। আর ফোন বুক দেখে এক শিখকে ফোন করি যে, আমরা এখানে আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করার ইচ্ছা রাখি। আর আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি হাসিমুখে আমাদেরকে নিজের ঘরে স্বাগত জানান এবং খাবার খাওয়ান আর তার ঘরেই যোহর আসর নামায পড়ার অনুমতি দেন। তিনি এই সম্মেলনের বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। আমরা যখন বের হচ্ছিলাম তখন তিনি একান্ত বিনয়ের সাথে বলেন যে, আমার পুত্রের তিন কন্যা রয়েছে, দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন তাকে পুত্র দান করেন। আমরা বললাম, ঠিক আছে। আর হাত উঠিয়ে আমরা সেখানেই দোয়া করি এবং তাকে বলি যে, আমরা আমাদের খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখব। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক দেড় বছর পর তার ফোন আসে এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানান যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে পৌত্র দিয়েছেন।

এ ছিল দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেভাবে প্রথম দিকে শিশুর চিৎকারে দুধ নেমে আসার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃতিরই নিয়ম। তিনি বলেন, একই প্রকৃতির নিয়মের অধীনে সকল যুগে আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত নমুনা বা আদর্শ প্রেরণ করে থাকেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৯৯) আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জীবন্ত নমুনা বা দৃষ্টান্তের অংশ যদি হতে চাও তাহলে কিছু আবশ্যকীয় করণীয় রয়েছে ; এবং কিছু শর্ত পূর্ণ করা আবশ্যক। অনেক মানুষ বলে দেয় যে, দোয়া করেছি, গৃহীত হয় নি। তিনি (আ.) বলেন, এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। দোয়ার আবশ্যকীয় অনুষঙ্গগুলোর সর্বপ্রথম জরুরী বিষয় হলো সৎকর্ম এবং বিশ্বাস সৃষ্টি কর। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসের সংশোধন করে না আর সৎকর্ম বা নেক কাজ করে না, কর্মের মানকে উন্নত করে না, কিন্তু দোয়া করে, এমন ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২০০)

অতএব বিশ্বাসগত দিক থেকে ঈমানকে দৃঢ় করার পাশাপাশি ব্যবহারিক অবস্থাকেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর নির্দেশের অধীনস্ত করতে হবে। এটি হতে পারে না যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে পাঁচ বেলার নামাযের প্রতি আমরা মনোযোগ দিব না, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রদান করব না; কিন্তু যখন সমস্যায় পড়ব, তখন আমাদের আল্লাহ্র কথাও মনে পড়বে, মানুষের প্রাপ্য অধিকারের কথাও মনে পড়বে। সর্বপ্রথম নিজেদের অবস্থার সংশোধন করতে হবে। বিশ্বাসজনিত অবস্থার যে উন্নয়ন হয়েছে, কেবল তাতেই কাজ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্ম বা নেককর্ম না করা হবে। আর নেককর্ম বা সৎকর্ম হলো আল্লাহ্র প্রাপ্যও যেন দেওয়া হয় আর তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও যেন প্রদান করা হয়। অতএব এটি যদি হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার তৌফিক দিন আর ইবাদত এবং দোয়ার যে দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়, তা সবসময় পালনের সামর্থ্য দান করুন।

নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হলো শ্রদ্ধেয় চৌধুরী নিয়ামত উল্লাহ্ সাহী সাহেবের। যিনি নিজের অবসর গ্রহণের পর বরং তার পূর্বেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের নাযেম জায়েদাদ ছিলেন। গত ১৫ই জানুয়ারি কানাডায় তার ইন্তেকাল হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মাতা হযরত হোসাইন বিবি সাহেবার মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নের ভিত্তিতে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করেছিলেন। হোসাইন বিবি সাহেবার স্বামী হযরত নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের ছোট ভাই গোলাম আহমদ সাহেবও কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেন। তিনি চৌধুরী নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেবের দাদা ছিলেন। চৌধুরী সাহেব জামা'তের অনেক খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হায়দারাবাদ জেলার আমীর ছিলেন। হায়দারাবাদ জেলার আনসারুল্লাহ্র নাযেম এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদও ছিলেন। পাকিস্তানে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ার নাযেম জায়েদাদও ছিলেন। শৈশব থেকেই রীতিমত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন। রীতিমত বাজামা'ত নামায পড়তেন। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায়ও শীত হোক বা গরম, সকল পরিস্থিতিতে চেষ্টা করতেন যেন মসজিদে পৌঁছে বাজামা'ত নামায আদায় করতে পারেন। দোয়ায় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ছিল। জলসা সালানায় যোগদান করাকে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। খিলাফতের পূর্বে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) হায়দারাবাদের সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে চৌধুরী সাহেবের ঘর ছিল। তিনি সেখানে যান এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। চৌধুরী সাহেব তখন বাসায় ছিলেন না। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন যে, চৌধুরী সাহেবকে বলবেন যে, এখন ধর্মসেবা করুন। অথচ জামা'তী দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ওহদাদার হিসেবে তো তিনি খিদমত করছিলেনই, কিন্তু রীতিমত এই সংবাদ পাওয়ার পর চৌধুরী সাহেব জীবন উৎসর্গ করেন এবং এর জন্য পত্র লিখেন। সবসময় কর্মীদের পূর্বেই অফিসে পৌঁছার চেষ্টা করতেন। খুবই ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ মানুষ ছিলেন। অন্যদের কষ্টের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। নিজের ওপর ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। খুবই নম্র এবং ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সামান্য রোগব্যাধি বা কষ্টের কথা কখনো কাউকে বলেন নি। চাকরি জীবনে অনেক বড় অঙ্কের বেতন পেতেন; কিন্তু তাসত্ত্বেও কখনো নিজের জন্য অতিরিক্ত খরচ করতেন না বা অর্থের প্রদর্শন করতেন না। খুবই সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন। বেশিরভাগ সময় তিনি টেক্সটাইল মিলেই কাজ করেছেন। তাই টেক্সটাইল মিলের যে সমস্ত মালিক ছিল, তাদের তাঁর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তার ছেলে যখন ফয়সালাবাদে টেক্সটাইল বিভাগে কাজ আরম্ভ করে তখন তার সততার কারণে অনেক মিলের মালিকেরা বলে যে, আপনার সাথে আমরা কোন গ্যারান্টি বা জামানত ছাড়াই ব্যবসা করব কেননা আমাদের জন্য এই গ্যারান্টি বা জামানতই যথেষ্ট যে, আপনি চৌধুরী সাহেবের পুত্র। টেক্সটাইল জগতে তার অনেক খ্যাতি ছিল। সন্তানসন্ততিকেও সবসময় খলীফায়ে ওয়াক্তকে পত্র লেখার নসীহত করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তিন কন্যা এবং দুই পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন।

তার এক আত্মীয় লিখেন যে, চৌধুরী সাহেব অর্থাৎ চৌধুরী নিয়ামতুল্লাহ্ সাহেবের পিতা এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি একবার জানতে পারেন যে, চৌধুরী নিয়ামতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তার পিতা খুবই অসন্তুষ্ট। তাই চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তাকে পত্র লিখেন যে, আমি পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় জানতে পেরেছি যে, প্রিয় নিয়ামতুল্লাহ্র প্রতি কোন কারণে আপনি অসন্তুষ্ট। তিনি লিখেন যে, আমি জানি না, কেন আপনি অসন্তুষ্ট বা ক্ষুন্ন হয়েছেন। যাহোক আমি আপনাকে বলছি, আপনি জানেন যে, যতদিন স্নেহের নিয়ামতুল্লাহ্ ইংল্যান্ডে ছিল, এখানে তিনি পড়ালেখার জন্য এসেছিলেন, যখন চৌধুরী সাহেব এখানে ছিলেন, আমি যখনই ইংল্যান্ডে গিয়েছি, সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। আর নিজের অসুস্থতার সময় সে যখন সুইজারল্যান্ডে ছিল, সেখানেও সাক্ষাৎ হয়। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব লিখেন, আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, আমি এই স্নেহভাজনকে সকল অর্থে অনুগত, বিনয়ী, ভদ্র, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী পেয়েছি। তার উন্নত চরিত্র এবং ভদ্রতার কারণে তার পিতা হিসেবে যথাযথভাবে আপনার গর্ব হওয়া উচিত। তিনি আরো লিখেন, যতদিন সে বাহিরে ছিল, খুবই নেক ছিল আর আমি তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি সবসময় তার জন্য দোয়া করি এবং এখনো সব নামাযে তার জন্য দোয়া করে থাকি। তিনি লিখেন, আমি পূর্ণ সততার ভিত্তিতে এটি বলতে পরি যে, আমাদের তিন আত্মীয় যারা এই সময়ে ইংল্যান্ডে ছিল, স্নেহের নিয়ামতুল্লাহ্ তখন এখানে ছিল আর শিক্ষা অর্জন করছিল। তিনি বলেন, তাদের মাঝে স্নেহের নিয়ামতুল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি নেক এবং ভদ্র প্রকৃতির ছিল।

এরপর তার অফিসের অর্থাৎ জায়দাদ বিভাগের একজন এটর্নি জেনারেল লিখেন যে, কখনো বড় কর্মকর্তা হওয়ার দাপট দেখাতেন না বরং তাকে সর্বদা গভীর স্নেহশীল পেয়েছি। পরম পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা ছিল। খুবই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সফল এবং বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পরম পর্যায়ের বিনয় ছিল তার মাঝে। আর কর্মকর্তাদের সাথে খুবই শালীন এবং সম্মানজনক ব্যবহার করতেন কোন কর্মকর্তা বয়সে তার চেয়ে ছোট হলেও অনেক সম্মান করতেন। তিনি। একথাও লিখেছেন আর একান্ত সঠিক লিখেছেন যে, জীবন উৎসর্গ করার আবেদন গৃহীত হওয়ার পর তিনি নিজ সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন। আমিত্বের কোন দিক তার মাঝে দেখা যেত না। তিনি

বলেন, প্রায় সময় অফিসে যখনই তার কাছে আসতাম তাকে যিকরে ইলাহীতে বা খোদা তা'লার স্মরণে মগ্ন পেতাম। তিনি বলেন, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন আসলে, সকল সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে এক পাশে রেখে দিতেন। অথচ এমনিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি গভীর যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেন, রাবওয়াতে কোন এক আহমদী জামা'তের জায়গা জবরদখল করে আর মানুষকে এই ধারণা দেওয়া শুরু করে যে, চৌধুরী সাহেবের সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে, কেউ যেন আমাকে কিছু না বলে। চৌধুরী সাহেব যখন জানতে পারেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত কঠোর হন। তিনি বলেন, এমন কঠোরতা পূর্বে কারো প্রতি প্রদর্শন করেন নি, যতটা তিনি তার এই আত্মীয়ের প্রতি প্রদর্শন করেছেন অথচ আরো অবৈধ জবর দখলকারী ছিল।

তিনি আরো বলেন, একবার চৌধুরী সাহেব আমাকে বলেন যে, আমি আমার সারা জীবনে কখনো স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করি নি। খিলাফতের উল্লেখ হলে তার চোখে এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য দেখা যেত। একবার কোন এক জায়গায় তার ছেলের বিয়ে ঠিক হয়। তখন তিনি কোনভাবে জানতে পারেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-র এই বিয়ে পছন্দ নয়। তিনি তখন তার ছেলেকে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে এ কথা বলব না যে, বিয়ে ভেঙ্গে ফেল, জোর জবরদস্তি করতে পারবো না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলছি যে, যখন আমি এটি জেনে গেছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) এর এটি পছন্দ নয়, তাই আমি এই বিয়েতে যাব না। তখন ছেলে নিজেই সেই বিয়ে ভেঙে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো শেখু পুরার কেরতুর জাফরুল্লাহ্ খান বুট্টর সাহেবের। গত ৯ই জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব ১৯২৮ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তার গ্রাম শেখু পুরা জেলার কেরতু-তে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়তেন। রীতিমত পাঁচ বেলার নামায পড়তেন। রীতিমত খুতবা শুনতেন। রীতিমত চাঁদা দিতেন। সহজ সরল প্রকৃতির ছিলেন কিন্তু সন্তানের তরবীয়তের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম দিক সামনে রাখতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র এবং তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক ছেলে সাজেদ মাহমুদ বুট্টর সাহেব জামা'তের মুরব্বী আর আজকাল জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল ঘানায় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিজের জামা'তী দায়িত্বের কারণে পিতার মৃত্যুতে তিনি পাকিস্তান যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। তিনি বলেন, শৈশবে আমাদের পিতামাতা সর্বদা আমাদের তরবীয়তের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি সবসময় আমাকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেতেন আর কোন মেহমান আসলে সানন্দে আমার পরিচয় দিতেন যে, আমি এই ছেলেকে ওয়াকফ করেছি এবং তাকে জামেয়ায় পাঠাবো। তিনি বলেন, আমার ওপর এর যে প্রভাব পড়েছে তা হলো আমার হৃদয়ে কখনো অন্য কোন পড়ালেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি বরং সবসময় হৃদয়পটে এটিই থাকতো যে, আমাকে জামেয়ায় যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার পুণ্য তার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আর যেই প্রেরণা এবং চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি নিজ পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তার পুত্রকে সত্যিকার অর্থে ওয়াকফের চেতনা ও প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে স্বীয় ওয়াকফের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার প্রতি মাগফিরাত ও দয়া করুন। (আমীন)

****

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

বারোর পাতার পর.....

হুযুর আনোয়ার (আই.) পুস্তক প্রকাশনার বিষয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: Five Volume Commentary যথাশীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) World Crisis and pathway to Peace.পুস্তকের নতুন সংস্করণের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বলেন: ইতালিয়ান এবং ইন্ডোনেশিয়ান ভাষাতেও World Crisis and pathway to Peace পুস্তকের অনুবাদের কাজ অবিলম্বে শেষ করুন। যে সমস্ত দেশের মানুষ ইংরেজি বোঝেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষাতে World Crisis and pathway to Peace পুস্তকের অনুবাদ করানোর প্রয়োজন নেই। সেখানে মানুষ ইংরেজিতেই পড়ে নেয়। ফান্টিতে করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ফিনল্যান্ডের ৯৫ শতাংশ মানুষ ইংরেজি বোঝে। ফেনিশ ভাষাতেও অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। টুই ভাষাতেও অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। আর অন্যদেরকে স্মরণ করাতে থাকুন। এখানে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা এসেছেন, তারা তাৎক্ষনিকভাবে নিজেদের আমীরদেরকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে বলুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এডিশিনাল ওকীলুল ইশাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: যে সমস্ত পুস্তক ভারত ও পাকিস্তানে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, সেগুলির তালিকা চেয়ে পাঠান এবং সেগুলিকে এখানে ছাপান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জামাতের পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রয় করা প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বলেন: জামাত যে সমস্ত বই-পুস্তক নিয়ে থাকে, তা বিক্রিও করে থাকে বা স্টোর করে দেয়। লাইব্রেরি ছাড়াও আপনাদের কাছে রিপোর্ট আসা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মানুষের মধ্যে বই-পুস্তক ক্রয় করার অভ্যাস তৈরী করুন। আজকাল মোবাইলে বেশি পড়ার আগ্রহ দেখা যায়। এই কারণে কেউ বই কিনে পড়ে না।

তবলীগ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) সার্বজনীন নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: প্রত্যেক দেশের নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা উচিত।

মুবাল্লিগীন এবং জামাতের পদাধিকারীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই বৈঠক ৮ট ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

বায়তুল ফুতুহ মসজিদের কমপ্লেক্সের পুনর্নির্মাণের জন্য যুক্তরাজ্যবাসী ও পৃথিবীর সামর্থ্যবান মানুষদেরকে আর্থিক কুরবানীর প্রতি আহ্বান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০১৭ সালের ৩ রা নভেম্বর প্রদত্ত খুতবা জুমায় জামাতের সদস্যদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কুরবানীর প্রতি আহ্বান করে বলেন:

আমি সংক্ষেপে একটি বিষয়ের প্রতিও আহ্বান জানাতে চাই যেটি বিশেষ করে যুক্তরাজ্যসীদের জন্য এবং পৃথিবীর সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য। এটি হল মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদের আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অংশের পুণনির্মানের জন্য। এটি একটি বিরাট প্রকল্প। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) যখন এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন, সেই সময় তিনি পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরে আরও পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড একত্রিত করার জন্য আহ্বান জানাতে হয়। এর যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, এতেও প্রায় সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। এতে এক কোটি দশ লক্ষ পাউন্ডের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থ হাতে আছে। প্রায় আরও অর্ধেকের বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়বে আর এর জন্য জামাতের সদস্যদের অবশ্যই আর্থিক কুরবানী করতে হবে, যেরূপ তারা সব সময় করে থাকেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আলমগীরের যুগে শাহী মসজিদে আগুন লেগে যায়। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাদশাহের কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, মসজিদে আগুন লেগে গেছে। এই সংবাদ শোনামাত্রই তিনি সেজদাবনত হন এবং খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। লেজুর বৃত্তিতে অভ্যস্ত মানুষ জিজ্ঞেস করে বাদশাহ সালামত! এটি তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নয়, আল্লাহ্র ঘরে আগুন লেগে গেছে, মুসলমানরা গভীরভাবে শোকাহত। বাদশাহ তখন বলেন যে, আমি দীর্ঘকাল থেকে ভাবতাম আর শত শত দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলতাম। এই যে, অসাধারণ মসজিদ নির্মাণ হয়েছে আর এই ইমারতের মাধ্যমে সহস্র সহস্র মানুষের যে উপকার হচ্ছে, যদি এমন কোন উপায় থাকত যার মাধ্যমে এই পুণ্যের কাজে আমার কোন ভূমিকা থাকত। কিন্তু আমি এটিকে চতুর্দিক থেকে এতটাই পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত দেখতাম যে, আমার মাথায় কিছুই আসত না যে, আমি কীভাবে পুণ্যের ভাগী হব। আজকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য পুণ্য করার একটা পথ বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।"

(মালফুযাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৭, সংস্করণ ১৯৮৫ ,লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

অতএব, আমি যেভাবে বলেছি পূর্বে যারা এই আর্থিক কুরবানীতে যোগদান করতে পারে নি তাদের অবশ্যই অংশ গ্রহণ করা উচিত। নিজের যে অংকেরই ওয়াদা করেন তিন বছরের ভিতর দেয়ার চেষ্টা করুন, অন্তত পক্ষে তিনভাগের এক তৃতীয়াংশ প্রথম বছরে অবশ্যই আদায় করুন।

দুইয়ের পাতার পর...

অধিকার প্রদান করে। অতএব বয়আত করার পর এই দায়িত্ব বর্তায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার এবং সৃষ্টির অধিকার।

*প্যারাগুয়ে থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, লাতিনি আমেরিকায় জামাতের পরিকল্পনা কি আর আপনি আমাদের দেশে কবে আসবেন? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা বিষয়টি রয়েছে, সে সম্পর্কে সেটুকুই বলব যা আমি বলেছি, অর্থাৎ মানুষকে খোদার নিকটে নিয়ে আসা। দ্বিতীয় মানুষ যেন পরস্পরের নিকটে আসে। অতএব, লাতিনি আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং সর্বত্রই আমাদের এটিই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলব যে, আমার আন্তরিক বাসনা হল, যতশীঘ্র হয় আমি আপনাদের দেশে যেতে চাই।

মেসেডোনিয়া থেকে আগত এক সাংবাদিক বলেন, আমি মেসেডোনিয়ার আঞ্চলিক মিডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি তো আগেও এসেছেন। সাংবাদিক বলেন, আজ্ঞে, আমি দ্বিতীয় বার জলসায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, লন্ডনের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী আক্রমণের পর জনসাধারণের উপর যে প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি সেই আক্রমণের দিকে ইঙ্গিত করছেন সম্প্রতি যেখানে পথচলতি মানুষের উপর ভ্যান চালিয়ে পিষ্ট করা হয়েছে এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে । মানুষ যখন দেখে যে এই আক্রমণ মুসলমানেরা করছে, তখন তাদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আর তাদের প্রতিক্রিয়া সঙ্গতও বইকি। এরা মুসলমানদের বিপক্ষে কথা বলে এবং মুসলমানদেরকে অভিযুক্ত করে। আমি তো সবসময়ই বলে থাকি যে, এই সমস্ত কাজ যা সংঘটিত হচ্ছে সেগুলি ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র নয়। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না। একে তো এই সমস্ত মানুষেরা হল আশাহত আর দ্বিতীয়ত এদেরকে সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী মোল্লারা কট্টর বানিয়ে দিয়েছে। সরকারের উচিত কঠোরভাবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়াও আমরা আহমদীরা পীড়িতদের এবং দেশবাসীর কাছে একাত্মতা প্রকাশ করেছি। এটিই আমাদের প্রতিক্রিয়া।

আফ্রিকার দেশ রাওন্ডা থেকে আগত এক সাংবাদিক Kamanzie Hussain বলেন, আমি গতকাল জামিয়া আহমদয়ী ঘুরে এসে এসেছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুব সুন্দর কাজ করছে। এখানে যুবকদেরকে প্রচারক হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল, আপনারা কি এইভাবে ছেলেদের যোগ্যতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছেন না? এরা তবলীগ বা প্রচার ছাড়া আরও অন্যান্য জাগতিক কাজ শিখতে পারে বা কাজ করতে পারে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি মিশনারী বা প্রচারক প্রশিক্ষণ কলেজ। সবাই তো আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না, আবার সকলে শিক্ষক ও হতে পারে না। এই সমস্ত ছেলেরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা তাদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। তারা নিজেরাই এই শিক্ষা তাদের জন্য নির্বাচন করেছে। আমরা এমন ইচ্ছুক ছেলেদের জন্য জামিয়া তৈরী করেছি। যতদূর জাগতকি শিক্ষার প্রশ্ন, এরা সরকারী স্কুল থেকে শিক্ষার্জন করছে। এছাড়াও আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল, উচ্চ প্রাথামিক এবং মাধ্যমিক স্কুল চালনা করছি যেখানে জাগতিক শিক্ষা দান করা হচ্ছে। আমাদের স্কুল থেকে শিক্ষার্জন করে একাধিক ছাত্র রাজনীতিক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তাই আমরা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার উপরই মনোযোগ নিবদ্ধ করি না, বরং আমরা যাবতীয় প্রকারের শিক্ষা প্রদান করতে চাই। প্রত্যেকে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার্জন করুক, এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাসী। এটি আপনি জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন তো?

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যে ছেলেরা ধর্মীয় শিক্ষার্জন করছে, তাদেরকে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শেখার সুযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে না? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই) বলেন: আমরা তো সুযোগ দিচ্ছি। আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলীফা একটি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন যার অধীনে মায়েরা নিজেদের সন্তানকে ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছে আর এ পর্যন্ত ৬০ হাজারেরও বেশি সন্তানদেরকে তাদের মায়েরা উৎসর্গ করেছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন এখানে জামেয়ায় ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করছে। এতটা সংখ্যক ছাত্র জার্মানী, কানাডা, ঘানাতেও শিক্ষালাভ করছে যেখানে আমরা আন্তর্জাতিক জামেয়া চালনা করছি। মাত্র কিছু সংখ্যক ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করছে আর সেটিও তাদের জন্য আবশ্যক নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রও তাদের জন্য খোলা রয়েছে। যেরূপ আমি বলেছি, তারা নিজেরাই এই শিক্ষাকে বেছে নিয়েছে আর তাদের ইচ্ছা হল মুবাল্লিগ হওয়া। আর যারা ডাক্তার হতে চায়, তারা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ছে, যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তারা ইঞ্জিনিয়ার পড়ছে। শিক্ষক, উকিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রও রয়েছে। আমরা তাদের বাধ্য করছি, এমনটি ধারণা করা ঠিক নয়। এটি তারা নিজেরাই নির্বাচন করে। আপনি যে সাংবাদিকতার কাজ বেছে নিয়েছেন, এক্ষেত্রে আপনাকে কি কেউ বাধ্য করেছিল? আপনি ডাক্তার কেন হন নি? তাই প্রত্যেকের নিজস্ব ইচ্ছা থাকে, যেটিকে সে নিজের জন্য ভাল মনে করে, সেটিই করে থাকে।

বোলিভিয়া থেকে আগত সংবাদিক Carlos প্রশ্ন করেন, বোলিভিয়ায় এমন মানুষের বাস যারা গোড়া খৃষ্টান পরিবারের; কিন্তু এখন তারা খৃষ্টধর্ম মেনে চলে না। এমন খৃষ্টানদেরকে আপনি কি বার্তা দিবেন? যদি তারা সেখানকার ইমামদের কাছে আসে তবে আমি কি প্রত্যাশা রাখব? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন তো অনেক মুসলমানও রয়েছে যারা নিজেদের ধর্মকে আমল দেয় না। এরা Practicing Muslim নয়। অনুরূপ অবস্থা অন্যান্য ধর্মেরও। এই কারণেই আমি সব সময় বলি যে, আপনার ধর্ম যাই হোক না কেন, আপনি নিজের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করুন। কেননা, এমন কোন ধর্ম নেই যা অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করার আর অন্যায় অত্যাচার করার শিক্ষা দেয়। অতএব আপনি যদি নিজের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে মেনে চলেন, তবুও ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, এমন মানুষদের জন্য আমার বার্তা হল, নিজের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার দিকে ফিরে আসুন আর মানবীয় মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব দিন।

সিরালিওন থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন: আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রশ্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে। জামাত আহমদীয়া একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প। জামাত আহমদীয়া এমন একটি জামাত যারা ব্যাপক পরিসরে সরকারকে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও আরও অন্যান্য দেশ রয়েছে। আমার প্রশ্ন হল, অন্যান্য আফ্রিকান দেশ যেখানে জামাত তেমন শক্তিশালী নয় বা সেখানে পৌঁছায় নি, সেখানে পৌঁছানো বিষয়ে জামাতের পরিকল্পনা কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেরূপ আমি বলেছি, আমাদের জামাত হল প্রচারমূলক জামাত আর নিজের উপায় উপকরণ অনুসারে আমরা নতুন মিশনও তৈরী করছি। এটি নির্ভর করে আমাদের সামর্থ্যের উপর। আমরা তো চাই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যেতে আর আফ্রিকারও প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছাতে চাই যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সমস্ত দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করছি পৃথিবীর সমস্ত স্থানে নিজেদের মিশন এবং অন্যান্য প্রকল্পের বিস্তার ঘটাতে, বিশেষ করে আফ্রিকায়।

বেনিনের জাতীয় টিভির পরিচালক Jamima Katraye সাহেবা প্রশ্ন করে বলেন: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসায় শান্তির বার্তা দিয়েছেন। হুযুর এও বলেছেন যে, শান্তির বার্তা পারিবারিক স্তরে দিতে হবে। হুযুর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহিলাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিতে চান? পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারে মহিলারা কিভাবে নিজেদের অবদান রাখতে পারে। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি দশ বছর থেকে এই বার্তাই দিয়ে আসছি যে, মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, পরস্পরের অধিকার প্রদান করে এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখে। মহিলাদের দায়িত্বাবলী প্রসঙ্গে লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণেও আমি বলেছি যে, তাদের দায়িত্ব হল সন্তানদের এমনভাবে প্রতিপালন করা যাতে বড় হয়ে তারা সুনাগরিক হয়, তাদের উন্নত শিক্ষার ব্যাবস্থা করে যাতে ভাল নেতা, রাজনীতিক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, একজন ভাল স্বামী এবং ভাই হয়। অতএব, এগুলি হল মহিলাদের ভূমিকা। এই কারণেই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছিলেন, যদি তোমরা মা হিসেবে নিজের কর্তব্য দায়িত্বের সাথে পালন করতে সক্ষম হও তোমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই কারণে সন্তান প্রতিপালনের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মহিলাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন কাজের দ্বারা তারা সন্তানদেরকে জান্নাতে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে। এর অর্থ এটিই। কোন মহৎ কাজ ছাড়া

মহিলাদেরকে এতবড় মর্যাদা অকারণে দেওয়া যেতে পারে না। অতএব মহিলারা হল জাতির জননী। এই জন্য আমরা চাই মহিলারা নিজেদের মত বেড়ে উঠুক, তাদের কাজকর্মে পুরুষরা হস্তক্ষেপ যেন না করে আর তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করতে পারে।

মেক্সিকো থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে বলেন: জামাত মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কাজ করে। বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিন আমেরিকায়। গোয়েতামালায় জামাত হাসপাতাল নির্মাণ করছে। আরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে জামাতের পরিকল্পনা কি, আর আপনারা এই অঞ্চলে কবে আসবেন? এর উত্তর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা ছোট্ট একটি জামাত। আমাদের সামর্থ্য ও প্রাচুর্য সীমিত। আমাদের কাছে তো আর তেলের সম্পদ নেই। আমরা যা কিছু করি, তা মানুষের আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে করে থাকি। গোয়েতামালায় যে হাসপাতাল আমরা তৈরী করছি তাতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। গোয়েতামালায় যখন আমরা এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করে ফেলব, তখন অন্য কোন অঞ্চলে অন্য কোন প্রকল্প আরম্ভ করব। এটি নির্ভর করবে আমাদের কাছে থাকা অর্থের উপর। কিন্তু আমরা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখব। যতদূর সেখানে আমার যাওয়ার প্রসঙ্গটি রয়েছে, আমি আশা করি যে, আপনাদের হাসপাতাল সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমি যাব।

ঘানার ডেইলি নিউজপেপার-এর সাংবাদিক মি. সিবাস্তেয়ান সিম প্রশ্ন করে বলেন: আপনি সব সময় ভুল সংবাদ প্রচার প্রসঙ্গে নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন। আপনি কি কোন এমন উদাহরণ দিতে পারেন যেখানে ভুল রিপোর্টিং করা হয়েছে? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বলেছিলাম, যখন কোন মুসলমান কোন ভুল কাজ করে, তখন পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে খবর ছাপানো হয়। আর যে সমস্ত মুসলমানন উন্নয়নমূলক কাজ করছে, যারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, আপনারা তাদেরকে সমুচিত গুরুত্ব দেন না। আমি একথাই বলেছিলাম। সারা বিশ্ব থেকে এবছর ছয় লক্ষ মানুষ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর এরা সকলেই শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের পত্রিকাসমূহে ছোট্ট একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাই আমি বলেছিলাম যে, সর্বাবস্থায় আপনাদেরকে ন্যায়নীতি অবলম্বন করতে হবে। আপনারা যেখানে চিত্রের একটি দিক তুলে ধরছেন, সেখানে অপরদিকটি দেখানোও আবশ্যক, যেটি প্রকৃত ইসলামের প্রতিবিম্ব আর আহমদী মুসলমানরা যেটি তুলে ধরছে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনটি ১টা ১২ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

মেক্সিকোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

মেক্সিকো থেকে এবছর ১৭জন সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে ৫জন ছিলেন মেক্সিকোর স্থানীয় নওমোবাঈন।

দলের সদস্যরা বলেন যে, জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা শান্তিপূর্ণ ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ আমাদের প্রভাবিত করেছে যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এবং ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি ঘটেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারাও এই রকম বড় আকারের জলসার আয়োজন করুন। আমিও সেখানে আসব।

* মেক্সিকোর এক নওমোবাঈ মিজুয়েল অলগুইন সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে আমরা যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলাম। যুক্ত রাজ্যের জলসার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি সব সময় শুনতাম যে, মুসলমানরা উগ্রতা প্রিয়; কিন্তু যেদিন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমি সেরকম কিছু দেখি নি। এখানেও আমি হাজার হাজার মানুষকে দেখেছি। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে উগ্রবাদের কোন সম্পর্ক নেই। জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। শিশুদের পানি পান করাতে দেখলাম। আহমদীয়া জামাতের এই পদ্ধতিটিও খুব ভাল যার দ্বারা শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে মানবসেবার অভ্যেস গড়ে উঠে। এরফলে তাদের মধ্যে অভ্যাসও গড়ে উঠবে আর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদানও পাবে। জলসার সময় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষির অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমার মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনের জন্য সমভাষী হওয়া আবশ্যক নয়।

মেক্সিকোর একজন নওমোবাঈন হিরাম ভিডাল সাহেব বলেন: আমি প্রথমবার জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলাম। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাব এমনটি আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। মনে হচ্ছিল যেন কোন স্বপ্ন দেখছি।

মেক্সিকোর আরেক নওমোবাঈন মহিলা রোসালিনা লারা ফ্লোটা সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানা আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কারণ ছিল। আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় এমন মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় খোদা তা'লার সঙ্গে পুনরায় বয়আতের উপর অনুশীলন করা অঙ্গিকার করেছি আর বয়আতের মাধ্যমে আমার ঈমান আরও শক্তিশালী হয়েছে। আমি গর্বিত যে জামাত আহমদীয়ার অংশ, এবং এই জামাত সমগ্র বিশ্বের সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দান করে এবং বিভিন্নভাবে মানবতার সাহায্য করে। জলসায় আমি ইসলাম এবং জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।

মেক্সিকোর আরেক নওমোবাঈ মহিলা আইরাম মার্টিনেয সাহেবা বলেন: আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল জামেয়াতে। ভাষা না বুঝতে পারলেও সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করেছে। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেয়েছি যা আমার জন্য অভাবনীয় বিষয় ছিল। অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমস্ত ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছে। সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেই ভাষণটি যাতে হুযুর সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বিশেষ করে সেই ঘটনাটি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে গেছে যাতে এক ডাকাত তার মায়ের জিভ কেটে নেয়।

এরপর হেইদি গাম্বোয়া নামে আরেক নওমোবাঈন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানার দিনগুলি আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল। এই দিনগুলিতে আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ পেয়েছি। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত এই সমস্ত অতিথিরা আমার সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করছিল যেন আমরা একই পরিবারের সদস্য। হয়তো তাদের সঙ্গে আর কখনো সাক্ষাত হবে না; কিন্তু এই জলসার স্মৃতি আজীবন থেকে যাবে।

মেক্সিকোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

তুর্কিমেনিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

তুর্কিমেনিস্তান থেকে দুই জন সদস্য জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন: আমরা এখানে এসে আবেগাপ্লুত হয়েছি। যে সত্যের সন্ধানে আমরা ছিলাম তা আমরা এখানে এসে পেয়েছি। আমি একজন লেখক। ত্রিশ বছর পত্রিকা প্রকাশ করেছি। ১৬টি পুস্তকও রচনা করেছি।

দ্বিতীয় অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ারের চেহারা দেখে মন-প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছে আর এই অবস্থা বর্ণনা করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বয়আতের দিন আমি বয়আত গ্রহণ করেছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আপনি এখানে দেখেছেন তা অন্যত্র দেখতে পাবেন না। ভদ্রলোক বলেন: অত্যন্ত উন্নত ব্যবস্থাপনা ছিল। যতজন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সকলেই মানুষকে ভালবাসতে জানেন।

তুর্কিমেনিস্তান থেকে আগত এক অতিথি আব্দুর রশীদ সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: প্রায় দুই বছর পূর্বে আমার এক বন্ধুর কাছে এই সুন্দর জামাতটির বিষয়ে শুনেছিলাম যার নীতিবাক্য হল- 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। যেদিন থেকে আমি লন্ডনে এসেছি, ভালবাসা ও স্নেহ আমাকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন আমি নিজের মাতাপিতা এবং পরিবারের সঙ্গে আছি। যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেগুলির মধ্যে একটি হল তুর্কিমেনিস্তান থেকে লন্ডন অবতরণ করার পর আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা হোটেলে পৌঁছানো মাত্রই সেখানে কর্তব্যরত আহমদী যুবকরা আমাদেরকে সালাম করার পর বলল আপনারা সফর করে এসেছেন এবং আপনারা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। তাই সবার আগে আপনারা খেয়ে নিন তারপর বিশ্রাম করবেন। এই কথা শুনে রসুলে করীম (সা.)-এর সেই হাদীসটি মনে পড়ে যখন তাঁর বৈঠকে এক অতিথি আসে। কিন্তু তাঁর ঘরে অতিথি সেবার জন্য কিছু না থাকায় তিনি সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই অতিথিকে আজ নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার আপ্যায়ন করতে পারবে? একথা শুনে এক সাহাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যায়। অথচ তাঁর ঘরেও কেবল এতটুকুই খাদ্য ছিল যার দ্বারা সে কোনও ক্রমে নিজের স্ত্রী-সন্তানের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাটুকুই করতে পারত। সেই সাহাবী কোনওভাবে তার সন্তানদেরকে ভুলিয়ে অভুক্ত অবস্থাতেই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পর অতিথিকে খাদ্য পরিবেশন করেন আর প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার পর

এমন ভান করতে আরম্ভ করেন যেন অতিথি মনে করে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীও আহার করছে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সেই দৃশ্য দিব্যদর্শনের মাধ্যমে দেখান। এই হাদীসটি আমার মনে পড়ে যায় আর আমি অনুভব করি যে, জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার উপর অনুশীলন করে।

এরপর জামেয়া আহমদীয়ায় যে মূহুর্তে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশাল চিত্র দেখি তখনই আমার বিশ্বাস জন্মে যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর চেহারা খোদা তা'লার জ্যোতিঃতে জ্যোতির্মণ্ডিত হয়েছে আর তিনি হলেন আলোর এক স্তম্ভ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন জামেয়ায় আসেন, তখন বিশেষভাবে আমার কাছে আসেন। আমি অনুভব করি যে, এটি আমার জীবনের সব থেকে সুন্দর মূহুর্ত। যখন আমার উপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রথম দৃষ্টি পড়ে, আমার শরীরে তীব্র কাঁপুনি আসে। হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসেন এবং আমার সঙ্গে করমর্দন করেন যার ফলে আমার শরীরে এক উত্তেজনা এবং উষ্ণতার স্রোত বয়ে যায়। আর মনে হচ্ছিল যেন ঠান্ডা লাগার কারণে আমার জ্বর হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। প্রকৃতপক্ষে এটি সেই শক্তি এবং উত্তেজনা ছিল যা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর আমার শরীরে সঞ্চারিত হয়েছে। পরের দিন সকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজ করছিল। আমি সারা জীবন এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই নি। জলসা সালনায় অংশ গ্রহণ করে আমি একথা উপলব্ধি করেছি যে, সারাটি জীবন আল্লাহ্ তা'লার সন্ধানে অতিবাহিত করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে কেবল এখানেই এসেই পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আন্তর্জাতিক বয়আত গ্রহণের মহতি অনুষ্ঠানে যোগ দান করার তৌফিক পেয়েছি। বয়আত করার সময় আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। অথচ আমার পিতার মৃত্যুতেও চোখ থেকে অশ্রু বেরোয় নি। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছিল যে এই অশ্রু অকারণ; কিন্তু পরে উপলব্ধি করলাম যে, পৃথিবীতে এখন এমন এক আশার উন্মেষ ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন একটি দল গঠিত হয়েছে যা অনন্য আর এই জামাত তার প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে যাবতীয় বিপদাবলী থেকে মুক্ত করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কিছু উগ্রবাদী সংগঠনের অপকর্মের কারণে সকলের দুর্নাম হচ্ছে। আমাদের চেষ্টা করা উচিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবী বাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দোয়া করা। এখন ফিরে গিয়ে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন।

তুর্কিমেনিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

কাযাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

কাযাকিস্তান থেকে এবছর ছয়জন সদস্য যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দলের সদস্যরা জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তারা বলেন, বৃষ্টি সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি।

দলের এক সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)কে বলেন যে, হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে সন্তানের নামকরণের জন্য আবেদন জানানো হলে অনেক সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) কেবল একটিই নাম প্রস্তাব করেন আর সেই অনুসারেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এটি কিভাবে সম্ভব হয়?এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সাধারণত আমি দু'টি নাম দিয়ে থাকি। কোন কোন সময় একটিই নাম দিই; কিন্তু এসব কিছু খোদার পক্ষ থেকেই হয়।

কাযাকিস্তানের এক আহমদী বন্ধু উমর আকসার সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখেন: জলসা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে আর আমার ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেছে। আমি অনুভব করছি যে, প্রতিটি জলসা আমার উপর নতুনভাবে প্রভাব ফেলে। আমি মনে করি যে, জাগতিক আনন্দ কালের প্রভাবে বিবর্ণ হয়ে পড়ে; কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে অর্জিত আনন্দ যখনই অর্জিত হয় তখন প্রতিটি বারই তা এক নতুন পথ উন্মোচন করে যার বিষয়ে মানুষ কখনো ধারণাও করে না।

বোগো বায়োদাওরান নামে এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটি খুবই সুন্দর ছিল। আবহাওয়া মনোরম ছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী যেমন-ফল-ফলাদি রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা যথাসময়ে চলছিল। আমরা যেখানেই যেতাম আমাদের জন্য সেখানে একটি মার্কি বা তাঁবু লাগানো থাকত যেখানে পানাহারের সামগ্রী সবসময় মজুত থাকত।

অনুরূপভাবে জলসায় লাগানো বিভিন্ন প্রদর্শনীও আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। জলসা সালানা ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার এমন এক নমুনা পৃথিবীর অন্যান্য সকল সংগঠনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও সব থেকে বেশি উপকার এবং পথ-প্রদর্শন লাভ করেছি জলসার তিনটি দিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া আমার জীবনে সব থেকে বড় যে পরিবর্তন এসেছে তা হল, আমি খলীফার হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেছি। মনে হয় যেন, আমি নিজের অবস্থাটি সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারি নি, কেননা, আমি এখনও এক অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্য আছি। আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দোয়ার আবেদন জানাই যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার বয়আতকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দান করেন এবং স্বীয় কল্যাণে ভুষিত করেন।

এই দলে কাযাকিস্তানের খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবও ছিলেন। সদর সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এই জলসা আমার জন্য একাধিক নিদর্শনাবলী রেখে গেছে। এটি যেন আমার মনকে আনন্দে পূর্ণ করে দিয়েছে। জলসার প্রতিটি কাজ আমার জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য রেখে গেছে। এর প্রমাণ আমি প্রতিটি বিভাগে লক্ষ্য করেছি।

যুক্তরাজ্যে রেডিও-র মাধ্যমে আহমদীয়াতের প্রচার করার বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি মনে করি, রেডিও সকলের জন্যই সহজলভ্য বিষয়, কেননা, আমরা যখন জামেয়া থেকে জলসার জন্য যেতাম, তখন বাসের মধ্যেও রেডিও শুনতাম। এছাড়া লন্ডনেও আমরা বাসে রেডিও শুনেছি। আর যেভাবে জামাত আহমদীয়ার প্রচার হচ্ছে, তা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এটি কি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

আমরা যদি জলসার আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিই তবে সমস্ত বিভাগ, যেমন- পরিবহন, খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন, নিরাপত্তা, যোগাযোগ মাধ্যম, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও প্রমূখ বিভাগ অত্যন্ত সুচারুরূপে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছিল যার কারণে কোন প্রকার সমস্যা বা বাধা চোখে পড়েনি। এই সমস্ত কাজ একটি উচ্চমানের ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল পৃথিবীতে যার নজির নেই। এটি কি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

অনুরূপভাবে শৈক্ষিক শংসাপত্র এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও আমাকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে এ বিষয়টি যে, যুগ খলীফা নিজের হাতে এই শংসাপত্র তুলে দেন, যাতে জামাতের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা তৈরী হয়। আর কোন ইসলামী সংগঠন আছে কি যা শিক্ষার জন্য এমনভাবে উৎসাহ দান করে? আমি যতদূর জানি, দায়েশ তার অনুগামীদের জন্য জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে। তবে কি এটি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

অনুরূপভাবেব জলসার সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীগুলিও আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রত্যেকটি প্রদর্শনী পৃথক পৃথক বিষয়ের উপর ছিল; কিন্তু সবথেকে ব্যাপক প্রদর্শনী ছিল প্রকাশনা বিভাগের। এতে ইংরেজি ভাষায় পুস্তকের বিপুল সম্ভার ছিল। এখানে এমন সব পুস্তক ছিল যা আমার মাতৃভাষা রাশিয়ান ভাষাতেও নেই। আমি দেখেছি যে, কত বিশাল কর্মকাণ্ড- পুস্তক-পুস্তিকা, পাম্পফ্লেট ইত্যাদির অনুবাদ এবং তার প্রকাশনা কাজ। কুরআন মজীদের জন্য প্রকাশনা বিভাগ এত বিশাল যে, সেখানে সমগ্র বিশ্বের জামাতের সদস্য অনুবাদ ও প্রকাশনা কাজে অংশ গ্রহণ করে।

অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজও সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে এম.টি.এ-র সম্প্রচার, রেকর্ডিং এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যাপকতা অর্জন করছে আর এই বিভাগেও অনেক সদস্য কাজ করে। তবে এটি কি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়।

অনুরূপভাবে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার মিটিংও আমার পছন্দ হয়েছে, যেখানে একশোরও বেশি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেছিল এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট উপস্থাপন করছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন সদস্য বলছিলেন যে, তাদের দেশের সেবামূলক কাজ হয়েছে। যেমন-রক্তদান, অনাথদের সহায়তা, বিভিন্ন সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, সাফাই অভিযান ইত্যাদি কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কাজ সেই সমস্ত দেশেও হয় যেখানে জামাতের ঘোর বিরোধীতা হয়ে থাকে। এছাড়াও রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে, সেখানে স্পোর্টস র‍্যালি এবং বিভিন্ন

ক্রীড়ার আয়োজন হয়, যার মাধ্যমে খুদ্দামরা সময় অপচয় করার পরিবর্তে খেলাধূলা করার সুযোগ পায়। অতএব এগুলি কি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

জলসার সময় আমি সমস্ত বক্তব্য শুনেছিলাম; কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু গুলি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন- প্রকৃত ইসলামী জিহাদ- এই বক্তব্যে কলমের জিহাদের গুরুত্ব, আত্মঘাতী হামলা এবং নিরীহ মানুষদের হত্যা করার পরিবর্তে আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা, যুবক-যুবতীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক বিষয়াদি, ইন্টারনেটের বিষয়, বর্তমান সমাজের প্রবণতা, যুব-সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব, নব-প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা, অশ্লীলতা ও নগ্নতার অশুভ পরিণাম ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ আমি এখানে এসে সেই ইসলামকে পেয়েছি যা বর্তমান যুগের সমস্ত সমস্যা এবং প্রবণতার উত্তর দেয়, সেই ইসলাম নয় যা প্রাচীন যুগের কেচ্ছা-কাহিনী নির্ভর। যেরূপ অন্যান্য ফির্কাগুলি কেবল কেচ্ছা-কাহিনী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কথা আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে যাতে তিনি বলেছিলেন যে, ইসলাম সমস্ত ধর্মকে সত্য বলে জানে এবং সমস্ত পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনে এবং তাদের আনীত শিক্ষাকে সম্মান করতে শেখায়। তবে কি এগুলি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্যও আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ভাষা আমার কাছে নেই। আমার হৃদয় কাঁপছিল আর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। আমি সারির একেবারে শেষে ছিলাম আর আমার সামনে প্রায় একশ মানুষ ছিল। এই ধরণের প্রায় দশটি সারি ছিল। আমার সামনে ছিলেন স্থানীয় ব্রিটিশ নাগরিক মি. নাথন যিনি আমার পরিচিত ছিলেন। এবিষয়টি আমাকে আরও সাহস জোগায় যে, স্থানীয় ইংরেজও আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এটি কি আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন নয়?

অনুরূপভাবে অতিথিদের বক্তব্য শুনেও আমার খুব ভাল লেগেছে যাদের মধ্যে অনেকে সরাসরি মঞ্চে এসে দর্শকদের সম্বোধন করেছেন আবার অনেকে নিজেদের ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত অতিথিদের একটিই বার্তা ছিল আর সেটি হল- 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' পূর্বে আমি মনে করতাম এর অর্থ হল ব্যক্তি পর্যায়ের ভালবাসা আর চিন্তা করতাম যে যারা মন্দকর্মে লিপ্ত এমন মানুষদেরকে কিভাবে ভালবাসা যায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে, এর অর্থ হল সমাজের সঙ্গে ভালবাসা। আমরা যদি সমাজের সঙ্গে ভালবাসা পোষণ করি তবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসা সম্ভব। আর বর্তমানে কেবলমাত্র আহমদীয়াতের শিক্ষাই এই কাজ করতে পারে। আহমদীয়াত শান্তি, ন্যায়-নীতি, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা, সমগ্র মানবতার হিতাকাঙ্খী হওয়া এবং 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'-এর স্লোগান দেয়। বাস্তবিকভাবেই এটি একটি মহান স্লোগান। আর এই স্লোগানও আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন।

সংক্ষেপে, জলসার প্রতিটি মূহুর্ত, প্রতিটি সন্ধিক্ষণ, প্রতিটি ঘটনা আমার জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন ছিল। এই প্রত্যয় আমার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হতে থাকে। আমি সমস্ত ভাইয়েদের নসীহত করছি যে, তারা যেন অবশ্যই এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে যাতে জলসার আধ্যাত্মিকতা নিজেরাই অনুভব করতে পারে।

জলসা শেষে কিছু মানুষ হাদীকাতুল মাহদীতে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিল, কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল, অনেককে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হচ্ছিল এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করছিল। আর সর্বত্র ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের এক বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হচ্ছিল। সেই সময় আমি যেন জান্নাতের দৃশ্য দেখছিলাম।

হুযুর আনোয়ার খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবকে বলেন: এখন আপনি সম্পূর্ণভাবে চার্জ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। নিজের কর্তব্য পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে পালন করুন।

কাযাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপবটি ১টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সাক্ষাত শেষে তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে চিত্র গ্রহণের সম্মান লাভ করেন।

নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

নাইজেরিয়া থেকে এবছর Chief of Borgu Empire -মুসা ইব্রাহিম সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসার নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং কুরবানীর মান পরম মানের ছিল। কেবল মাত্র জামাত আহমীয়াতই ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গীন রূপ উন্মোচন করছে আর 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'-এর বাস্তবায়ন আমরা এই জলসায় দেখেছি। এই জলসায় আমার অসাধারণ আপ্যায়ন করা হয়েছে। ইসলাম যে ঐক্য ও সংহতির শিক্ষা দেয় তা জামাত আহমদীয়াতের মধ্যে দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়াতের খলীফা এবং আপামর মুসলিম জাতিকে স্বীয় ফযল ও রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন।

৩রা আগস্ট,

আজকের দিনে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২৩টি দেশ থেকে আগত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। দেশগুলি হল- পাকিস্তান, আমেরিকা, স্পেন, কানাডা, সৌদি আরব, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে, দুবাই, নাইজেরিয়া, আবুধাবী, যুক্তরাজ্য, ভারত, শারজা, জার্মানী, হল্যান্ড, কেনিয়া, মেসিডোনিয়া, জাপান, ইতালি, বাংলাদেশ, মাশকাত এবং ঘানা।

৪ঠা আগস্ট

আমীর, জামাতের সদর, মুবাল্লিগীন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিটিং এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী যুক্তরাজ্যের জলসায় আগত সমস্ত মুবাল্লিগীন, দেশের আমীর, ন্যাশনাল সদর এবং কেন্দ্র, কাদিয়ান, রাবোয়া থেকে আগত নাযির, উকিল এবং অন্যান্য জামাতী পদাধিকারীবর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর একটি বৈঠক ছিল।

মুবাল্লিগদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয় ৪১ ও ৫৩ নং গেস্ট হাউসের পিছনে একটি মার্কিতে। এই বৈঠকে ৬৭টি দেশের ৩৬১জন মুবাল্লিগীন এবং মুরুব্বী, জাতীয় আমীর, সদর, কেন্দ্রীয় পদাধিকারী অংশগ্রহণ করেন। উপদেশ অনুসারে দেশের বিবরণ নিম্নরূপ।

আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ১৯টি দেশ থেকে আগত মুবাল্লিগীন, আমীর এবং সদরগণ অংশ গ্রহণ করেন। দেশগুলি হল-ঘানা, সিরালিওন, বেনিন, বুর্কিনাফাসো, নাইজেরিয়া, নাইজার, গ্যাম্বিয়া, গিনি কুনাকিরি, আইভোরিকোস্ট, সেনেগাল, তানজানিয়া, কেনিয়া, কঙ্গো কানশাসা, টোগো, ইউগেন্ডা, জিম্বাবোয়ে, ক্যামেরুন, মরিশাস এবং ব্রোন্ডি।

দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার ১৫টি দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। দেশগুলি হল- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গোয়েতেমালা, গায়ানা, হাইতি, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, বেলিয, বোলোভিয়া, ইকুয়েডর, জামাইকা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, হন্ডোরাস, আর্জেন্টাইন এবং মেক্সিকো।

এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্ডোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, জাপান, শ্রীলঙ্কা, দুবাই এবং আবু-ধাবী সমেত মোট ১২ টি দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নিউযিল্যান্ড, মার্শাল আইল্যান্ড এবং মাইক্রোনেশিয়া থেকে আমীর, ন্যাশনাল সদর এবং মুবাল্লিগীন অংশগ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সাড়ে পাঁচটার সময় মার্কিতে পদার্পণ করেন। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াত করেন যুক্তরাষ্ট্রের মুরুব্বী সাহেব,আব্দুল্লাহ্ ডুব্বা্যা সাহেব।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আমীর, মুবাল্লিগীনকে গত বছরের বৈঠকে দেওয়া নির্দেশাবলী পালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কে সবিস্তারে রিপোর্ট তলব করেন এবং এর পাশাপাশি তিনিও নির্দেশাবলী দান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশেষভাবে আফ্রিকান দেশে নওমোবাঈনদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদেরকে জামাতের ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশে পরিণত করা এবং তাদেরকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশে পরিণত করার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আমীর, সদর এবং মুবাল্লীগদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সঙ্গে তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশও দান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ঘানার আমীর সাহেবকে বলেন: আমি বলেছিলাম যে, যদি এক Cedi কিম্বা Pesewa-অর্থও চাঁদা হিসেবে দেয়, তবে এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমি জানি যে তারা গরীব মানুষ। কিন্তু গরীব মানুষরাও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে। যখনই কোন বৈঠক বা অনুষ্ঠান হয় সেখানে মুয়াল্লিম সাহেব আর্থিক কুরবানির আহ্বান করলে লোকেরা চাঁদা দেয়। তাদের মধ্যে এই অভ্যেস গড়ে তুলুন যেন তারা নিয়মিত চাঁদা দেয়। নিয়মিত না হলেও ত্রৈমাসিক, বা বার্ষিক হারেও ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা যেন তারা দেয়।

হুযুর আনোয়ার বেনিনের আমীর সাহেবকে বলেন:স্বল্প পরিমাণে দিলেও, চাঁদার ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেককে সামিল করা উচিত। তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলুন যে, চাঁদা কোন কর নয়, বরং এটি হল ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস গড়ে তোলা। অর্থ আমার কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার কাছে যোগদানকারীর সংখ্যাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 1 Mar, 2018 Issue No.9

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কেউ এক ফ্রাঙ্ক দিলেও, সে যেন এতটুকু অনুভব করে যে, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এর পাশাপাশি নওমোবাঈনদেরও তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেখানেই বয়আত হয়, সেখানে বয়াতের পর তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখাও উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বুর্কিনাফাসোর আমীর সাহেবকে বলেন: নওমোবাঈনদেরকে চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করলে তারা নিজে থেকেই জামাতীয় ব্যবস্থাপনার অংশে পরিণত হবে। এই কারণেই আমি বলেছি যে, এক ফ্রাঙ্ক বা তার চেয়ে কম হলেও তাদের কাছে চাঁদা নিন। তাদের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও থাকবে এবং তাদের মধ্যে আর্থিক কুরবানী করার অভ্যাসও গড়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যে এই চেতনা তৈরী হবে যে, আর্থিক কুরবানীও ধর্মের একটি অংশ। যাই হোক এতে অধিক সংখ্যক মানুষ সামিল করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ইউগান্ডার আমীর সাহেবকে বলেন: ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের জন্য সকলেই যোগ্য। এক সিলিং করে দিলেও তাদের প্রত্যেককে এর মধ্যে সামিল করুন। এতে কিছু যায় আসে না; ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদে চাঁদা দেওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। তারা যদি বছরে একবারও চাঁদা দেয়, সেটিই তাদের জন্য যথেষ্ট। এর ফলে তাদের সঙ্গে জামাতের যোগাযোগ থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সিরালিওনের আমীর সাহেবকে বলেন: আপনি নওমোবাঈনদেরকে চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কি চেষ্টা করছেন? আপনার প্রচেষ্টামূলক কাজ সম্পর্কে বলুন যাতে অন্যরাও এর থেকে উপকৃত হয়।

এর উত্তরে সিরালিওনের আমীর সাহেব বলেন: আমাদের ১২টি অঞ্চল রয়েছে। এবছর প্রতিটি অঞ্চলে বছরে তিনটি করে সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। প্রায় ৪০০ নওমোবাঈন ইমামকে প্রশিক্ষন দেওয়া হয় আর আমরা প্রতি তিন মাস অন্তর একটি করে ক্লাসের আয়োজন করি। বর্তমানে ফিল্ডে ১২জন মুবাল্লিগীন, ৫৯ জন সার্কিট মিশনারীজ এবং ২৫০-এর কাছাকাছি স্থানীয় মুয়াল্লিম রয়েছেন। আমাদের জামাতের সংখ্যা প্রায় ১২০০। এরা সকলে মিলেমিশে কাজ করছে এবং বিভিন্ন জামাতে যাতায়াত করে, যার কারণে চাঁদা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নওমোবাঈনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মিটিং চলাকালীন বিভিন্ন দেশের মিশন হাউসে যেখানে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগীন নিযুক্ত রয়েছেন, সেখানে লাইব্রেরী স্থাপনা এবং সেগুলিকে নিয়মিত আপডেট রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: যে সমস্ত কেন্দ্রে লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে, সেগুলিকে নিয়মিত আপডেটও করা উচিত। অনেক নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও লাইব্রেরির জন্য চেয়ে পাঠান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কাদিয়ান বা যুক্তরাজ্য থেকে যে সমস্ত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, সেই অনুসারে আপডেট করতে থাকুন। যারা ইংরেজি ও আরবী বোঝেন তাদের জন্যও সেই ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক নিয়ে আসুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন যে, কারো যদি লাইব্রেরী স্থাপনা বা পুস্তক-পুস্তিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, তবে সেকথাও বলুন। যেখানে যেখানে কেন্দ্রীয় মুরুব্বী রয়েছেন সেখানে লাইব্রেরী থাকা উচিত। লাইব্রেরী হলে উপকারও পাওয়া যাবে। মানুষের মধ্যে পড়ার অভ্যাস তখনই গড়ে উঠবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত পুস্তকাবলী এবং যত রকম ইংরেজি পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি সেখানে রাখুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে , সেই অনুসারে নিজেদের পুস্তক-তালিকা আপডেট করতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামেয়ায় প্রত্যেক খণ্ডের চারটি করে কপি থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই অনুসারে যাচাই করে দেখুন। ফযলে উমর ফাউন্ডেশন এবং নাযারত নশর ও ইশাত থেকে জেনে নিন। অনুরূপভাবে ইংরেজিতে বারাহীনে আহমদীয়ার যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটিও আনিয়ে নিন। এছাড়াও তফসীরে কবীরের আরবী সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে,সেটিও আনিয়ে নিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত বছরও আমি সমস্ত মুবাল্লিগকে বলেছিলাম যে, লাইব্রেরির কাজ সম্পূর্ণ করুন। তালিকা চেয়ে পাঠান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এডিশিনাল ওকীলুল ইশায়াতকে উদ্দেশ্য করে বলেন: আপনার কাজ হল দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রত্যেকটি মিশনে তালিকা পাঠানো। স্থানীয় ভাষার বই-পুস্তিকা ছাড়াও অন্যান্য পুস্তকাবলীর তালিকাও থাকা উচিত। এখানে হয়তো 'আনওয়ারুল উলুম' প্রকাশিত হচ্ছে না আর খুতবাতে মাহমুদও প্রকাশিত হচ্ছে না। আর বাকি যে সমস্ত পুস্তক কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তদের থেকে নিয়ে তালিকা পাঠিয়ে দিন। কাদিয়ান থেকে প্রতিনিধি এখানে এসেছেন, তাদের সঙ্গে মিটিং করুন। তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরী করে সমস্ত মিশনে পাঠিয়ে দিন, যাতে তারা চেক করে দেখে যে তাদের লাইব্রেরীতে কোন্ কোন্ পুস্তক আছে আর কোন্ কোন্ পুস্তক নেই। সমস্ত মিশনে তালিকা সরবরাহ করা আপনার কাজ। বিদেশের মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা মোটেই কাদিয়াে নর কাজ নয়। এই বিষয়ে যোগাযোগ করবে এখানকার এডিশিনাল ওকালত ইশা'ত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বা-জামাত নামায কায়েম করা প্রসঙ্গেও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং নির্দেশাবলী প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি নীতিগত নির্দেশ দিয়ে বলেন: যতজন মানুষ চাঁদা দেন, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নামাযী হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার (আই.) নামায সেন্টারের বিষয়ে সার্বজনীন নির্দেশ প্রদান করে বলেন: যে সমস্ত এলাকায় আহমদীদের বাড়ি কাছাকাছি, সেখানে কোন বাড়িতে একত্রিত হয়ে নামায পড়ুন। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেকটি দেশে এবং মিশনে মিশনারীদের চেষ্টা করা উচিত, যে সমস্ত অঞ্চলে মানুষ মসজিদ পর্যন্ত আসতে পারে, সেখানে তারা যেন মসজিদে আসে, অন্যথায় পাশের কোন বাড়িতে একত্রিত হয়ে নামায প্রতিষ্ঠিত করুন। এটি খুবই জরুরী।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন দেশে বিতরিত লিফলেট প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর সংখ্যক লিফলেট বিতরিত হয়েছে যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জামাতের পরিচিতি ঘটেছে।

সুইডেনের মুবাল্লিগ সাহেব রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এবছর লিফলেট ছাপতে অনেক বেশি দেরি হয়ে যায়। এই কারণে, বেশি সংখ্যক লিফলেট বিতরণ করা সম্ভব হয় নি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বার বার স্মরণ করাতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মেক্সিকো এবং গোয়েতামালায় বিতরিত হওয়া লিফলেট প্রসঙ্গে সেখানকার মুবাল্লিগীনকে প্রশ্ন করেন যে, লিফলেট বিতরণের ফলে জামাত সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে কি? মানুষ কি ব্যক্তিগত রুচিও দেখাচ্ছে? এর উত্তরে মুবাল্লিগ সাহেব বলেন: লিফলেট বিতরণের ফলে মানুষ যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে আর আমদের নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও তৈরী হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াকফীনে নও প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির কাছে তথ্য জানতে চান এবং নির্দেশ প্রদান করে বলেন: আমি বলেছিলাম যে, প্রত্যেকটি দেশ থেকে ওয়াকফে নওরা জামেয়ায় যাবে। আফ্রিকার ছাত্ররা আফ্রিকায় যাবে। অনুরূপভাবে কানাডাতেও যেতে পারে। প্রত্যেক দেশে যত সংখ্যক ওয়াকফে নও আছে, এক শতাংশ ওয়াকফে নও যেন জামেয়াতে যায়, সেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। অনেক বেশি মুরুব্বীদের প্রয়োজন রয়েছে , যা পূর্ণ হচ্ছে না। ছোট দেশগুলিতে এই লক্ষ্যমাত্রা অন্ততঃপক্ষে পাঁচ শতাংশ হওয়া কাম্য। হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াকফে নও-এর বিভাগীয় ইনচার্জ (লন্ডন) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন: আমার কাছে প্রত্যেকটি দেশের জন্য পৃথক পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নিন।

শেষাংশ সাতের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir